৯

সামাজিক নিয়ন্ত্রণ, বিচ্যুতি এবং অপরাধ
Social Control, Deviance and Crime

বিভিন্ন সামাজিক আদর্শ ও মূল্যবোধ যা মানুষ সামাজিকীকরণের মাধ্যমে শেখে তা মেনে চলা নিশ্চিত করার জন্য যেসব পন্থা-পদ্ধতির ব্যবহার করা হয় তাই সামাজিক নিয়ন্ত্রণের মূল বিষয়। সমাজের বিরাজমান নিয়মের ছক যেন কেউ লঙ্ঘন না করে এটিই হল এর উদ্দেশ্য। সামাজিক নিয়ন্ত্রণের আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক দু'টি রূপ রয়েছে। আনুষ্ঠানিক সামাজিক নিয়ন্ত্রনের কাজটি সম্পাদিত হয় কতিপয় প্রাতিষ্ঠানিক এজেন্সির মাধ্যমে। এক্ষেত্রে প্রধান বাহনগুলো হল পুলিশ, আদালত, কারাগার প্রভৃতি। পক্ষান্তরে, অনানুষ্ঠানিক সামাজিক নিয়ন্ত্রণের প্রধান বাহনগুলো হল পরিবার, বিদ্যালয়, সমবয়সী গোষ্ঠী, গণমাধ্যম, ধর্ম, সমাজ ও আচার-অনুষ্ঠান।এই এজেন্সিগুলোর মূখ্য উদ্দেশ্য সামাজিক নিয়ন্ত্রন না হলেও সামাজিক নিয়ন্ত্রণে গুরুত্বপূর্ণ ও কার্যকর ভূমিকা পালন করে।

সাধারণত বিচ্যুতি হিসেবে সমাজ বা গোষ্ঠীর কাছে গ্রহণযোগ্য নয় এমন আচরণকে মনে করা হয়। সরলভাবে বলা যায় সামাজিক বিচ্যুতি হচ্ছে সমাজের শ্রেয়োবোধের লঙ্ঘন। বিচ্যুতিকে বোঝার জন্য জৈবিক ও মনস্তাত্ত্বিক তত্ত্ব থাকলেও সমাজতাত্ত্বিক তত্ত্বই সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ।এ ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য তিনটি তত্ত্ব হল - শ্রেয়োহীনতার তত্ত্ব, পৃথকীকৃত অনুষঙ্গ তত্ত্ব ও লেবেলিং তত্ত্ব।

অপরাধ বলতে বুঝায় এমন সব আচরণ যা সমাজের আইন ভঙ্গকে নির্দেশ করে। আর এ আইন লঙ্ঘনের ফলে শাস্তি প্রদান করা হয়। অপরাধ মানব সমাজের সঙ্গে যেমন ওতপ্রোতভাবে যুক্ত তেমনি সমাজের জন্য হুমকি স্বরূপও। সমাজবিজ্ঞানে অপরাধকে বুঝতে বিচ্যুতি তত্ত্বের সাহায্য গ্রহণ করতে হয়।স্থান, কালভেদে অপরাধের তারতম্যের ফলে এর শ্রেণীকরণ সহজসাধ্য নয়। সমাজবিজ্ঞানে অপরাধের কয়েকটি শ্রেণীকরণ রয়েছে। যেমন, সংঘবদ্ধ অপরাধ, সহিংস অপরাধ, শিকারহীন অপরাধ, ও পেশাগত অপরাধ।

প্রত্যেক সমাজেই অপরাধ দমন ও প্রতিরোধের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। আধুনিক সমাজে আইন, পুলিশ, আদালত ও কারাগার -এ চারটি বিষয় এর সাথে সম্পৃক্ত। অপরাধ প্রতিরোধে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উপাদানের রয়েছে বিশেষ ভূমিকা। সামাজিক নিয়ন্ত্রনের বাহনগুলি এক্ষেত্রে লক্ষনীয়। কাজেই অপরাধ প্রতিরোধে প্রয়োজন সমন্বিত উদ্যোগ।

এই ইউনিটের পাঠগুলো হচ্ছেঃ

- পাঠ-১ ঃ সামাজিক নিয়ন্ত্রণ
- পাঠ-২ ঃ বিচ্যুতি ঃ সংজ্ঞা ও বিচ্যুতির তত্ত্বসমূহ
- পাঠ-৩ ঃ অপরাধ ঃ সংজ্ঞা ও অপরাধের ধরন
- পাঠ-৪ ঃ অপরাধ প্রতিরোধ

উনশ্রেণী সর্বনিম্ন শ্রেণী Under Class

দীর্ঘদিন ধরে বেকার, এথনিক গোষ্ঠীর লোক প্রভৃতি যারা শ্রমবাজার থেকে বিচ্ছিন্ন তারা সর্বনিম্ন শ্রেণীর অর্ন্তভূক্ত।

শ্রেণী ঃ প্রশংসাভিত্তিক

১৯৩০ এবং ১৯৪০ এর দশকে ওয়ার্নার Lloyed Warner এবং তাঁর সহযোগীরা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইয়াংকি সিটি Yankee City নামের একটি শহরে সামাজিক স্তরবিন্যাস বোঝার জন্য গবেষণা পরিচালনা করেছিলেন। এই গবেষণায় শ্রেণী বোঝার জন্য তাঁরা স্থানীয় লোকজন অন্যদের কোন শ্রেণীভূক্ত মনে করে তার উপর নির্ভর করেছিলেন। ফলে তারা যে পদ্ধতি গ্রহণ করেছিলেন তাকে বলা হয় Reputational Method ।

ঐ শহরে কে কোন অবস্থানে রয়েছে এই জবাবের পরিপ্রেক্ষিতে তাঁরা ছয়টি ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীকে চিহ্নিত করতে পেরেছিলেন।

শ্রেণী	ভিত্তি
উঁচু উঁচু শ্রেণী Upper upper class	বর্ণ এবং পারিবারিক পটভূমি
নিচু উঁচু শ্রেণী Lower upper Class	নতুন বিত্ত
উচু মধ্য শ্রেণী Upper MIddle Class	উঁচু শিক্ষা, পেশা, উঁচু আয়ের ব্যবসা
নিচু মধ্য শ্রেণী Lower Middle Class	কেরানীর চাকুরী এবং অন্যান্য অকায়িক শ্রম চাকুরী।
উঁচু নিচু শ্রেণী Upper Lower Class	কায়িক শ্রমঃ কারখানার শ্রমিক
নিচু নিচু শ্রেণী Lower Lower Class	দারিদ্র্যঃ সমাজ বহির্ভূত লোকজন।

শ্রেণী ঃ মন্বয়গত

শ্রেণীকে চিহ্নিত করার জন্য অনেক সময় জরিপের মাধ্যমে উত্তরদাতাদের নিজেদের অবস্থান জানার চেষ্টা করা হয়। ১৯৮০ এর দশকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এরকম একটি গবেষণা থেকে দেখা যায় ঃ

বর্গ	মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শ্রেণী জনসংখ্যা (শতাংশ)
উঁচু শ্রেণী	১
উচু মধ্য শ্রেণী	৮
মধ্য শ্রেণী	৪৩

শ্রমিক শ্রেণী	৩৭
দরিদ্র	৮

লিঙ্গভিত্তিক স্তরবিন্যাস

আগে মনে করা হত নারীরা তাদের পিতা এবং স্বামীর শ্রেণীগত অবস্থানকে প্রতিফলিত করে। তাই তাদের অবস্থান আলাদাভাবে বিশ্লেষণ করার প্রয়োজন অনুভূত হয়নি। কিন্তু এখন স্পস্ট হয়ে উঠেছে যে, নারী এবং পুরুষের মধ্যে যথেষ্ট ভিন্নতা রয়েছে যার ফলে নারী ও পুরুষকে আমরা দু'টি ভিন্ন স্তর হিসাবে দেখতে পারি। নারী-পুরুষের বিভাজন আদিম সমাজ থেকেই দেখা যায় এবং সব সমাজেই পুরুষ বিত্ত, ক্ষমতা ও মর্যাদার দিক থেকে শ্রেষ্ঠতর অবস্থানে থাকে।

সমাজবিজ্ঞানীরা নারী পুরুষের ভিন্নতাকে বা লিংগ পরিচিতিকে চারটি উপাদানের ভিতর দিয়ে দেখেছেন।

জৈবিক লিংগ ঃ এই উপাদানের সাথে যুক্ত নারী-পুরুষের শারীরিক বৈশিষ্ট্য যার মাধ্যমে একজনকে নারী এবং একজনকে পুরুষ হিসাবে চিহ্নিত করা যায়।

জেন্ডার পরিচিতি Gender Identity ঃ জেন্ডার পরিচিতি বলতে বোঝায় নারী অথবা পুরুষ হিসাবে আমাদের অনুভূতি এবং মনোভাব।

জেন্ডার আদর্শ Gender Ideals ঃ কোন সমাজে নারী-পুরুষ-কিভাবে আচরণ করবে তা নির্দেশ করে সংস্কৃতি। ছোট বেলা থেকে মেয়েদের পুতুল এবং ছেলেদের শক্তিভিত্তিক বিষয়ে খেলতে শেখানো হয়। সামাজিকীকরণের ভিতর দিয়ে নারী পুরুষের ভিন্ন ভিন্ন জগত তৈরি হয়ে যায়।

লিংগ ভূমিকা Sex Roles ঃ প্রতিটি সমাজে নারী-পুরুষের ভূমিকা, তার অধিকার, শ্রমবিভাজনে তার অবস্থান এবং তার দায়িত্ব নির্দিষ্ট করা থাকে।

প্রতিটি সমাজে এই চারটি উপাদানের সামঞ্জস্যতার উপর জোর দেওয়া হয়।

এই চারটি উপাদানের সামঞ্জস্যের ফলে সমাজে নারী-পুরুষের ভিন্নতার একটি ছক তৈরী হয় যাকে লিংগবাদ Sexism বলা হয়। লিংগবাদ হচ্ছে এমন একটি মতবাদ যাতে মনে করা হয় নারীরা দুর্বল। নারীদের স্থান ঘরে এবং তাদের বুদ্ধিমত্তা কম এবং ফলে উঁচু চাকুরীতে তাদের স্থান পাওয়া উচিৎ নয়।

নারী-পুরুষের অসমতা

নারী-পুরুষের অসমতার একটি প্রধান ক্ষেত্র তৈরি হয়ে যায় পরিবারের মধ্যে যেখানে নারীদের অবস্থান থাকে নিচু এবং তারা নানাভাবে অসমতা এবং সহিংসতার শিকার হয়।

কর্মক্ষেত্রে দেখা যায় নারীদের অবস্থান দুর্বল এবং নাজুক। উন্নত দেশে তাদেরকে কর্মক্ষেত্রে ব্যাপক সংখ্যায় দেখা গেলেও তারা অল্প কিছু ক্ষেত্রে নিয়োজিত থাকে এবং উঁচু আয়ের চাকুরী বা পেশাতে তাদের প্রবেশ এখনও বেশ সীমাবদ্ধ। উন্নয়নশীল দেশে নারীদের অবস্থান খুবই নাজুক। অনেক সময় তাদের গৃহস্থালীর মধ্যে আটক থাকতে হয়।

বয়সভিত্তিক স্তরবিন্যাস

বয়সবাদ Ageism বলতে বোঝায় এক বয়োগোষ্ঠীর প্রতি অন্য বয়োগোষ্ঠীর বিদ্বেষমূলক আচরণ। তবে সাধারণত: এই বৈষম্যমূলক আচরণ ঘটে থাকে বয়স্কদের প্রতি।

বৃদ্ধদের সমস্যাটি তৈরি হচ্ছে সাম্প্রতিককালে। মানুষের গড় আয়ু বেড়ে যাওয়ায় ৬৫ বছর বা তার বেশি বয়সের বৃদ্ধদের সংখ্যা ক্রমশ বেড়ে যাচ্ছে। বর্তমানে সারা বিশ্বে ৬৫ শতাংশের বেশি এবং ইউরোপ ও উত্তর আমেরিকায় তা ১২ শতাংশের বেশি। সারা বিশ্বে আয়ু বেড়ে যাওয়ায় বয়স্কদের সংখ্যা ক্রমাগত বেড়ে যাচ্ছে।

কোন কোন সমাজে সাংস্কৃতিকভাবে বয়সবিরোধী চেতনা কাজ করে। এর ফলে বয়স্কদের অবজ্ঞার চোখে দেখা হয়। আবার অনেক সমাজে এখন যে দ্রুত সামাজিক পরিবর্তন ঘটছে তার ফলে পরিবার বৃদ্ধদের বোঝা ঘাড়ে নিতে চাচ্ছে না। বৃদ্ধরা অসহায়বোধ করছে এবং তারা নানাভাবে বৈষম্যের শিকার হচ্ছে। ফলে বয়সভিত্তিক স্তরবিন্যাস এখন খুব গুরুত্বপূর্ণ হয়ে পড়েছে।

এথনিসিটি

এথনিক গোষ্ঠী বলতে বোঝায় এমন বহু মানুষ যারা নিজেরা মনে করে এবং অন্যরাও মনে করে তাদের এমন কিছু সাধারণ বৈশিষ্ট্য রয়েছে যার ফলে বৃহত্তর সমাজের মানুষ থেকে তারা স্বতন্ত্র। এই স্বতন্ত্রের উপর ভিত্তি করে তারা বিশেষ সাংস্কৃতিক আচরণ গড়ে তোলে।

প্রায় প্রত্যেক সমাজেই দেখা যায় কোন না কোন এথনিক গোষ্ঠী অন্যদের উপর প্রভূত্ব করছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাদা প্রোটেস্ট্যান্টরা এবং বৃটেনে ইংরেজরা অন্যদের উপর প্রভুত্ব করে। অন্য দুর্বল জাতিগোষ্ঠীকে বলা হয় সংখ্যালঘু গোষ্ঠী Minority Groups.

লুইস বার্থ Louis Writh এর মতে সংখ্যালঘু গোষ্ঠী হচ্ছে, a group of people who, because of their physical or cultural characteristics, are singled out from the others in the society in which they live for differential and unequal treatment and who therefore regard themselves as objects of collective discrimination.

সংখ্যালঘু গোষ্ঠীর লোকদের সমান অর্থনৈতিক সুযোগ, সামাজিক সম্মান এবং অনেক ক্ষেত্রে রাজনৈতিক অধিকার থাকেনা। ফলে তারা ব্যাপক বৈষম্যের শিকার হয়। এভাবে দেখা যায় সমাজের বিভিন্ন সামাজিক গোষ্ঠী ক্ষমতা, বিত্ত এবং মর্যাদার দিক থেকে স্তর তৈরী করে।

সারাংশ

শ্রেণী সামাজিক স্তরবিন্যাসের একমাত্র রূপ নয়। সমাজবিজ্ঞানী ম্যাক্স ভেবার স্তরবিন্যাসকে দেখেছেন ক্ষমতার সামাজিক বন্টন হিসাবে। স্তরবিন্যাসের ক্ষেত্রে আমরা ক্ষমতার অসম বন্টন তিনটি ক্ষেত্রে লক্ষ্য করি। ক্ষমতার সরাসরি ও রাজনৈতিক প্রকাশ রাজনৈতিক দলে লক্ষ্যণীয়। সমাজের পরিসরে সম্মান বা মর্যাদার যে অসম প্রকাশ তা বিরাজ করে মর্যাদাগোষ্ঠীর ভিতরে। আর অর্থনৈতিক সম্পর্ক, বিশেষ করে সম্পত্তি বিন্যাসের ভিত্তিতে গড়ে ওঠে শ্রেণী।

মর্যাদা গোষ্ঠী হচ্ছে প্রাক-ধনতান্ত্রিক সমাজের স্তরবিন্যাসের রূপ। এর বৈশিষ্ট্য হচ্ছে কোন গোষ্ঠীর একটি বিশেষ জীবনরীতি যার সদস্যরা অন্য গোষ্ঠীর সাথে সামাজিক যোগাযোগ সীমাবদ্ধ রাখে। ম্যাক্স ভেবার শ্রেণী প্রত্যয়টিকে সীমাবদ্ধ রাখতে চেয়েছেন ধনতান্ত্রিক সমাজের জন্য। তাঁর মতানুযায়ী যেসব মানুষের বাজারে একই অবস্থানে থাকে এবং একই পুরস্কার লাভ করে তাদের একটি শ্রেণী বলা যায়। এ ক্ষেত্রে প্রত্যেক শ্রেণীর একই ধরনের জীবন সম্ভাবনা থাকে। আধুনিক সমাজে শিক্ষাগত, পেশাগত ও অন্যান্য যোগ্যতা জীবন সম্ভাবনাকে বাড়িয়ে এবং উচুঁ আয়ের সুযোগ করে দেয় বলে সমকালীন সমাজবিজ্ঞানীরা শ্রেণী বিশ্লেষণে ব্যবহার করেন পেশা, শিক্ষা এবং আয় অথবা কেবলই পেশা।

নারী ও পুরুষের মধ্যে যথেষ্ট ভিন্নতা থাকায় তাদেরকে দু'টি ভিন্ন স্তরে দেখা যায়। নারী-পুরুষ বিভাজন আদিম সমাজ থেকেই লক্ষণীয় এবং সব সমাজেই বিত্ত, ক্ষমতা ও মর্যাদার দিক থেকে পুরুষ শ্রেষ্ঠতর অবস্থানে থাকে। সমাজবিজ্ঞানীরা নারী-পুরুষের ভিন্নতা বা লিঙ্গ পরিচিতিকে জৈবিক লিঙ্গ, জেন্ডার পরিচিতি, জেন্ডার আদর্শ ও লিঙ্গ ভূমিকা -এ চারটি উপাদানের ভিতর দিয়ে দেখেছেন। জৈবিক লিঙ্গে নারীর শারীরিক বৈশিষ্ট্য, জেন্ডার পরিচিতিতে নারী বা পুরুষ হিসাবে আমাদের মনোভাব, জেন্ডার আদর্শে নারী-পুরুষের ভিন্ন ভিন্ন জগৎ সৃষ্টিতে সামাজিকীকরণ এবং লিঙ্গ ভূমিকায় প্রতিটি সমাজে নারী-পুরুষের ভূমিকা ও শ্রমবিভাজনে অবস্থান ও দায়িত্বের প্রতি গুরুত্বারোপ করা হয়।এই চারটি উপাদানের সামঞ্জস্যের ফলে লিঙ্গবাদ নামে নারী-পুরুষের ভিন্নতার একটি ছক তৈরি হয় যেখানে নারীরা দুর্বল, নারীদের স্থান ঘরে এবং তাদের বুদ্ধিমত্তা কম বলে উচুঁ চাকুরি পাওয়া অনুচিৎ মনে করা হয়। নারী-পুরুষের অসমতার প্রধান ক্ষেত্র তৈরি হয় পরিবারের মধ্যে।পরিবারে নারীর অবস্থান থাকে নিচু এবং নানা ভাবে অসমতা ও সহিংসতার শিকার হয়।কর্মক্ষেত্রেও নারীদের অবস্থান দুর্বল ও নাজুক।উন্নত দেশের তুলনায় উন্নয়নশীল দেশে নারীদের অবস্থান খুবই নাজুক।

এক বয়োগোষ্ঠীর প্রতি অন্য বয়োগোষ্ঠীর বিদ্বেষমূলক আচরণ হচ্ছে বয়সবাদ এবং এই বৈষম্যমূলক আচরণ সাধারণতঃ বয়স্কদের প্রতিই ঘটে থাকে। সারা বিশ্বে আয়ু বেড়ে যাওয়ায় বয়স্কদের সংখ্যা ক্রমাগত বেড়ে যাচ্ছে। অনেক সমাজে দ্রুত সামাজিক পরিবর্তনের ফলে বৃদ্ধদের বোঝা ঘাড়ে নিতে চাচ্ছে না। বৃদ্ধারা অসহায় বোধ করছে এবং নানা ভাবে বৈষম্যের শিকার হচ্ছে। বয়সভিত্তিক স্তরবিন্যাস তাই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে।

এথনিক গোষ্ঠী বলতে বোঝায় এমন কিছু মানুষ যারা নিজেদের এবং অন্যরাও তাদেরকে মনে করে তাদের এমন কিছু সাধারণ বৈশিষ্ট্য রয়েছে যার ফলে তারা বৃহত্তর সমাজ হতে স্বতন্ত্র এবং এই স্বতন্ত্রতার উপর ভিত্তি করে তারা বিশেষ সাংস্কৃতিক আচরণ গড়ে তোলে। প্রত্যেক সমাজেই লক্ষ্য করা যায় কোন না কোন এথনিক গোষ্ঠী অন্যদের উপর প্রভুত্ব করছে। অন্য দুর্বল জাতিগোষ্ঠী বা সংখ্যালঘু গোষ্ঠী সমান অর্থনৈতিক সুযোগ, সামাজিক সম্মান ও অনেক ক্ষেত্রে রাজনৈতিক অধিকার থেকে বঞ্চিত ও বৈষম্যের শিকার হয়। ফলে ক্ষমতা, বিত্ত এবং মর্যাদার দিক থেকেও স্তর সৃষ্টি হয়ে যায়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১. ক্ষমতার রাজনৈতিক প্রকাশ ঘটে নিচের কোনটিতে ?

ক. সম্প্রদায় খ. গোষ্ঠী

গ. রাজনৈতিক দল ঘ. উপরের একটিও নয়

২. স্তরবিন্যাসের ক্ষেত্রে ক্ষমতার অসম বন্টন কয়টি ক্ষেত্রে লক্ষ্যনীয় ?

ক. ২টি খ. ৩টি

গ. ৪টি ঘ. ৫টি

৩. মর্যাদাগোষ্ঠী কোন সমাজের স্তরবিন্যাসের রূপ বলে মনে করা হয় ?

ক. প্রাক -ধনতান্ত্রিক খ. ধনতান্ত্রিক

গ. আধুনিক ঘ. উপরের সবগুলো

৪. সমাজবিজ্ঞানীরা নারী-পুরুষের ভিন্নতাকে নিচের কোন উপাদানের ভিতর দিয়ে দেখেন ?

ক. জৈবিক লিঙ্গ ও জেন্ডার পরিচিতি খ. জেন্ডার আদর্শ

গ. লিঙ্গ ভূমিকা ঘ. উপরের সবগুলো

৫. এথনিক গোষ্ঠীর উদাহরণ নিচের কোনটি ?

ক. মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাদা প্রোটেস্ট্যান্ট খ. বৃটেনের ইংরেজ

গ. ক ও খ উভয়ই ঘ. কোনটিই নয়

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণে বয়সবাদ ও এথনিসিটি বলতে কি বোঝেন ?

২. সামজবিজ্ঞানীরা লিঙ্গ পরিচিতিকে কি কি উপাদানের ভিতর দিয়ে দেখেন ?

রচনামূলক প্রশ্ন

১. সামাজিক স্তর বিন্যাসের অবয়বগুলো আলোচনা করুন ?

২. লিঙ্গ ও বয়সভিত্তিক স্তরবিন্যাস বলতে কি বোঝেন ? বিস্তারিত আলোচনা করুন।

পাঠ-২

সমাজিক স্ত রবিন্যাসের ধরণ
Forms of Social Stratification

উদ্দেশ্য

এই পাঠটি পড়ে আপনি জানতে পারবেন:

- *জাত-বর্ণ প্রথা, দাস প্রথা, এস্টেট ব্যবস্থা এবং শ্রেণীর ধারণা ও বৈশিষ্ট্য*
- *পশ্চিমা সমাজে শ্রেণীর ধরন*

ভূমিকা

আদিম থেকে আধুনিক সমাজ পর্যন্ত সব সমাজেই স্তরবিন্যাসের বিভিন্ন রূপ দেখা যায়। এই রূপগুলোর মধ্যে চারটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং এগুলো সমাজবিজ্ঞানী, নৃবিজ্ঞানী এবং ঐতিহাসিকদের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। স্তরবিন্যাসের এই চারটি ধরন হচ্ছে জাত-বর্ণ প্রথা Caste System, দাস প্রথা Slavery, এস্টেট ব্যবস্থা Estate System এবং শ্রেণী Class।

জাত-বর্ণপ্রথা Caste System

ভারত ও হিন্দুধর্মে বিদ্যমান জাত-বর্ণপ্রথা হচ্ছে স্তরবিন্যাসের একটি প্রাচীন ধরন। এর উৎপত্তি অস্পষ্ট হলেও প্রায় তিন হাজার বছরের পুরনো। জাত-বর্ণ প্রথা ক্রমোচ্চশীলতায় সজ্জিত ও দৃঢ় ভাবে আবদ্ধ। এর বৈশিষ্ট্য হচ্ছে :

- ❒ প্রত্যেকটি জাত-বর্ণ অর্ন্তবিবাহ গোষ্ঠী Endogamous যেখানে সদস্যরা একই জাত-বর্ণে বিয়ে করে থাকে।
- ❒ প্রত্যেকটি জাত-বর্ণে সদস্যপদ আরোপিত Ascribed হয় উত্তরাধিকার সূত্রে। এক জাত-বর্ণের সাথে অন্য জাত-বর্ণের যোগাযোগ খুবই সীমাবদ্ধ।
- ❒ বাস্তব ক্ষেত্রে ঘটলেও, তত্ত্বগতভাবে বর্ণ মর্যাদার পরিবর্তন বা গতিশীলতা অসম্ভব।
- ❒ জাত-বর্ণের মূলনীতি হল ধর্মীয়। সদস্যদের ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের পরিশুদ্ধতা Purity এবং তাদের দূষণ ভিত্তিতে বর্ণের কার্যক্রম পরিচালিত হয়।

জাত-বর্ণ প্রথার পাঁচটি ভাগ রয়েছে: ৪টি জাত-বর্ণ ও একটি বহি:বর্ণ Out Caste যাদের হরিজন Harijans অথবা দালিত Dalit বলে। জাত-বর্ণ চারটি হল:

- ❒ ব্রাহ্মণ -এরা সবচেয়ে পরিশুদ্ধ বর্ণ, যারা ধর্ম চর্চা ও ধর্মীয় কার্যক্রম সম্পন্ন করে থাকে
- ❒ ক্ষত্রিয় -এরা যোদ্ধা এবং শাসক
- ❒ বৈশ্য -এরা ব্যবসায়ী

- ❐ শুদ্র -এরা কৃষক ও কারিগর

দাস প্রথা Slavery

একজন ব্যক্তি দ্বারা কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর উপর বল প্রয়োগের মাধ্যমে আধিপত্য বিস্তারই হল দাস প্রথা। দাসের কোন ব্যক্তিগত অধিকার থাকে না এবং জন্ম, বিক্রয় বা দখলের ক্ষেত্রে সে অন্যের সম্পত্তিতে পরিণত হয়।

দাস প্রথার কিছু সাধারণ বৈশিষ্ট্য রয়েছে (গিডেন্স, ১৯৯২)।

- ❐ একজন দাসপ্রভু দাসের উপর যে কোন ধরনের হিংস্রতা প্রয়োগ করতে পারে।
- ❐ দাসের জন্মগতভাবে কোন অধিকার না থাকায় সে সবচেয়ে বেশি মাত্রায় বিচ্ছিন্নতার শিকার হয়।
- ❐ দাসের কোন মর্যাদা Status বা সম্মান Honour থাকে না।

প্রাচীন গ্রীস ও রোমে দাস প্রথা বিস্তার লাভ করেছিল এবং মার্কস্ -এর মতে ঐ সমাজগুলোতে দাস উৎপাদন পদ্ধতি Slave Mode of Production ছিল। ঔপনিবেশিকতার একটি গুরুত্বপূর্ণ ও বর্বর দিক হচ্ছে দাস ব্যবসা slave Trade। এই সব দাসদের উৎপাদন কর্মকান্ডে ব্যবহার করা হত। গৃহযুদ্ধের আগে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণাঞ্চলে তুলা উৎপাদনে ব্যাপক ভাবে দাস শ্রম ব্যবহার হত।

এস্টেট Estates

এস্টেট ব্যবস্থা সাধারণত: ইউরোপীয় সামন্তবাদের সাথে সম্পর্কিত ছিল। প্রতিটি এস্টেট আইনগত বৈধ অধিকার ও কর্তব্যের ভিত্তিতে স্বতন্ত্র ছিল এবং তাদের ভিতর সম্পর্ক ছিল ক্রমোচ্চ।

এস্টেট ব্যবস্থার সর্বোচ্চ শিখরে যাজকরা Clergy অবস্থান করতো যাদের কাজ ছিল প্রার্থনা করা। এর নিচে ছিল অভিজাত সম্প্রদায় Nobility বা Aristocracy এবং যুদ্ধ করাই ছিল তাদের মূল কাজ। তৃতীয় এস্টেট সাধারণদের Commoners নিয়ে গঠিত ছিল। এ ক্ষেত্রে উঠতি বুর্জোয়াদের Bourgeoisie কথা উল্লেখযোগ্য।

ব্যাখ্যা

সমাজবিজ্ঞানের কিছু পাঠ্য বই-এ অভিজাত সম্প্রদায় Nobility-কে এস্টেট ব্যবস্থার শীর্ষে দেখানো হয়। সাম্প্রতিক গবেষণার দেখা যায় যাজক শ্রেণী ছিল বাস্তবে এস্টেট ব্যবস্থার শীর্ষে।

শ্রেণী Class

আধুনিক সমাজের স্তরবিন্যাসকে শ্রেণী ব্যবস্থা বলে অভিহিত করা হয়। গিডেন্স Anthony Gidden (১৯৯২) শ্রেণী বলতে একটি বৃহৎ জনগোষ্ঠীকে নির্দেশ করেন যাদের একই ধরনের অর্থনৈতিক সম্পদ এবং একই জীবন-ধারণ প্রণালী রয়েছে। সম্পদ Wealth, শিক্ষা Education এবং পেশা Occupation -এগুলো হল শ্রেণীর প্রধান নির্দেশক।

শ্রেণী ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যাবলী

- শ্রেণী ব্যবস্থা একটি উন্মুক্ত Open ব্যবস্থা। উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত সম্পদ বা ব্যক্তিগত সামর্থ্য দ্বারা শ্রেণীগত অবস্থান নির্ধারিত হয়।
- সামাজিক গোষ্ঠীর মধ্যে অর্থনৈতিক অসমতাই হল শ্রেণী ব্যবস্থার প্রাথমিক ভিত্তি।
- শ্রেণী ব্যবস্থায় সামাজিক গতিশীলতার সর্বোচ্চ পরিমাণ লক্ষ্য করা যায়। শ্রেণী গন্ডি বা পরিধি সর্বদা নির্দিষ্ট নয়।

যুক্তরাজ্যে ১৯২১ সালের সেন্সাস Census থেকে শুরু করে হতে এখনও রেজিষ্টার জেনারেল দ্বারা পেশাগত বৈচিত্র্যের ভিত্তিতে 'শ্রেণী' ভাগ করা হয়।

- শ্রেণী -১ ঃ উচ্চ পেশাগত ও প্রশাসনিক পেশা। যেমন ডাক্তার, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রভাষক।
- শ্রেণী -২ ঃ শিল্পে চাকুরীদাতা, খুচরা ব্যবসায়ী, নিু পেশায় অফিস ম্যানেজার।
- শ্রেণী -৩ ঃ কায়িক পরিশ্রমবিহীন দক্ষ পেশা- ক্যাশিয়ার।
- শ্রেণী -৩ ঃ কায়িক পরিশ্রম পেশা-মেশিন লেটার, ফিটার, খনি-শ্রমিক।
- শ্রেণী -৪ ঃ আংশিক দক্ষ পেশা-মেশিন টুল অপারেটর, পোষ্টাল বা ডাক কর্মী।
- শ্রেণী -৫ ঃ অদক্ষ পেশা- বার্তা বাহক, পিয়ন।

সারাংশ

আদিম সমাজ থেকে বর্তমান সমাজ পর্যন্ত সব সমাজেই স্তরবিন্যাসের বিভিন্ন রূপ লক্ষ্যণীয়। সমাজবিজ্ঞানী, নৃবিজ্ঞানী এবং ঐতিহাসিকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে এমন চারটি গুরুত্বপূর্ণ ধরন হচ্ছে জাত-বর্ণ প্রথা, দাস প্রথা, এস্টেট ব্যবস্থা ও শ্রেণী। ভারত ও হিন্দু ধর্মে বিদ্যমান জাত-বর্ণ প্রথা হচ্ছে স্তরবিন্যাসের একটি প্রাচীন ধরন যা ক্রমোচ্চশীলতায় সজ্জিত ও দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ। প্রত্যেকটি জাত-বর্ণ আন্ত:বিবাহ গোষ্ঠী। এখানে সদস্যপদ আরোপিত হয় উত্তরাধিকার সূত্রে। জাত-বর্ণের মূলনীতি হল ধর্মীয়। সদস্যদের ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের পরিশুদ্ধতা এবং তাদের দূষণের ভিত্তিতে বর্ণের কার্যক্রম পরিচালিত হয়। এখানে চারটি জাত-বর্ণ ও একটি বহি:বর্ণ মিলে রয়েছে পাঁচটি ভাগ। জাত-বর্ণ চারটি হল - ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শুদ্র।

একজন ব্যক্তি দ্বারা কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর উপর বল প্রয়োগের মাধ্যমে আধিপত্য বিস্তারই হল দাস প্রথা। এক্ষেত্রে দাসের কোন ব্যক্তিগত অধিকার থাকে না এবং সে অন্যের সম্পত্তিতে পরিণত হয়। দাসপ্রভূ দাসের উপর যে কোন ধরনের হিংস্রতা প্রয়োগ করতে পারে। জন্মগতভাবে কোন অধিকার না থাকায় সে সর্বোচ্চ মাত্রায় বিচ্ছিন্নতার শিকার হয়। প্রাচীন গ্রীস ও রোমে দাস প্রথা বিস্তার লাভ করেছিল। ঔপনিবেশিকতার একটি গুরুত্বপূর্ণ ও বর্বর দিক হচ্ছে দাস প্রথা। এই সব দাসদের অনেক সময়ে উৎপাদন কর্মকান্ডে ব্যবহার করা হত।

সাধারণত: ইউরোপীয় সামন্তবাদের সাথে এস্টেট ব্যবস্থা সম্পর্কিত ছিল। আইনগত বৈধ অধিকার ও কর্তব্যর ভিত্তিতে এস্টেট ব্যবস্থা ছিল স্বতন্ত্র।এ ব্যবস্থার সর্বোচ্চ শিখরে যাজকরা, তার নিচে অভিজাত সম্প্রদায় এবং তারও নিচে সাধারণরা অবস্থান করতো।

আধুনিক সমাজের স্তরবিন্যাসকে শ্রেণী ব্যবস্থা বলে অভিহিত করা হয়। এটি এমন একটি বৃহৎ জনগোষ্ঠী যাদের একই ধরনের অর্থনৈতিক সম্পদ ও একই ধরনের জীবন-প্রণালী রয়েছে। শ্রেণী ব্যবস্থা একটি উন্মুক্ত ব্যবস্থা সেখানে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত সম্পদ বা ব্যক্তিগত সামর্থ্য দ্বারা শ্রেণীগত অবস্থান নির্ধারিত হয়। সামাজিক গোষ্ঠীর মধ্যে অর্থনৈতিক অসমতাই হল শ্রেণী ব্যবস্থার প্রাথমিক ভিত্তি। এক্ষেত্রে সামাজিক গতিশীলতার সর্বোচ্চ মাত্রা লক্ষ্যণীয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১. সামাজিক স্তরবিন্যাসের ধরন কয়টি?
   - ক. ২ টি খ. ৩ টি
   - গ. ৪ টি ঘ. ৫ টি

২. হিন্দু ধর্মে বিদ্যমান স্তরবিন্যাসের একটি প্রাচীন ধরন নিচের কোনটি?
   - ক. শ্রেণী ব্যবস্থা খ. এস্টেট ব্যবস্থা
   - গ. দাস ব্যবস্থা ঘ. জাত-বর্ণ প্রথা

৩. দাস প্রথা বিস্তার লাভ করেছিল কোথায়?
   - ক. প্রাচীন গ্রীসে খ. প্রাচীন রোমে
   - গ. প্রাচীন ভারতে ঘ. ক ও খ উভয়ই

৪. এস্টেট ব্যবস্থার সর্বোচ্চ শিখরে কারা অবস্থান করতো?
   - ক. যাজক খ. অভিজাত সম্প্রদায়
   - গ. সাধারণ ঘ. উপরের কোনটিই নয়

৫. সামাজিক গোষ্ঠীর মধ্যে অর্থনৈতিক অসমতা নিচের কোন ধরনটির প্রাথমিক ভিত্তি?
   - ক. এস্টেট ব্যবস্থা খ. দাস ব্যবস্থা
   - গ. জাত-বর্ণ প্রথা ঘ. শ্রেণী ব্যবস্থা

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. দাসপ্রথার সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলো উল্লেখ করুন ?

২. জাত-বর্ণ প্রথা কি ?

রচনামূলক প্রশ্ন

১. সামাজিক স্তরবিন্যাসের বিভিন্ন ধরনগুলো আলোচনা করুন।

২. শ্রেণী বলতে কি বোঝেন? শ্রেণী ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যসহ পাশ্চাত্য সমাজে শ্রেণীর ধরন বিশ্লেষণ করুন।

পাঠ-৩

সামাজিক সচলতা
Social Mobility

উদ্দেশ্য

এই পাঠটি পড়ে আপনি জানতে পারবেন:

- *সামাজিক সচলতার ধারণা*
- *সামাজিক সচলতার রূপ*
- *সামাজিক সচলতার তাৎপর্য*

ভূমিকা

সামাজিক সচলতা সমাজবিজ্ঞানীদের গবেষণার একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সামাজিক সচলতার ভিতর দিয়ে মানুষ এক শ্রেণী বা স্তর থেকে অন্য শ্রেণী বা স্তরে চলে আসে। এই প্রক্রিয়ায় কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর সামাজিক স্তরবিন্যাসের সোপান বেয়ে উপরে উঠে যেতে পারে অথবা নিচে পতিত হতে পারে। সামাজিক সচলতা সব সমাজেই কম বেশি কাজ করে। এমনকি অনড় এবং দৃঢ় জাত-বর্ণের মধ্যেও সচলতা ক্রিয়াশীল। তবে মনে করা হয় শিল্প-ভিত্তিক সমাজে মুক্ত স্তরবিন্যাস বিরাজ করে এবং এখানে সচলতা অনেক বেশি

সামাজিক সচলতা : সংজ্ঞা

Oxford Dictionary of Sociology অনুযায়ী সামাজিক সচলতা বলতে বোঝায় "সামাজিক স্তরবিন্যাসের

বিভিন্ন অবস্থানের মধ্যে সাধারণত: ব্যক্তি, কিন্তু কখনও পূর্ণ গোষ্ঠীর চলাচল।"

The movement - usually of individuals but sometimes of whole groups between different positions within the system of social stratification in any society.

সচলতা পরিমাপ করতে সমাজবিজ্ঞানীদের অবশ্য শ্রেণীর সীমাবদ্ধ ধারণা নিয়ে কাজ করতে হবে। পরিমাপের সুবিধার জন্য তারা পেশাকে শ্রেণীর সমতুল্য হিসাবে গ্রহণ করেন।

সামাজিক সচলতার রূপ

সামাজিক সচলতার এক ধরনের ভাগ হচ্ছে উলম্ব Vertical এবং আনুভূমিক Horizontal সচলতা। উলম্ব সচলতার মাধ্যমে কোন ব্যক্তি উর্ধ্বগামী সচলতা Upward Mobility অর্জন করতে পারে। এর অর্থ হচ্ছে কোন ব্যক্তি নিজের শ্রেণী বা মর্যাদাগোষ্ঠী থেকে উপরের শ্রেণী বা মর্যাদা গোষ্ঠীতে প্রবেশ করতে পারে।

একইভাবে কোন ব্যক্তি নিজের শ্রেণী বা মর্যাদাগোষ্ঠী থেকে চ্যুত হয়ে নিচের স্তরে নেমে যেতে পারে।

আনুভূমিক সচলতায় কোন ব্যক্তি একই শ্রেণীর মধ্য থেকে পেশা বা জীবন-যাত্রার পরিবর্তন ঘটায়। একজন ডাক্তার সরকারী চাকুরী ছেড়ে ব্যক্তিগতভাবে ডাক্তারী করলে তা তার শ্রেণীগত অবস্থানের কোন পরিবর্তন ঘটায় না।

...জাতপ্রথা নিঃসন্দেহে এক সর্বভারতীয় ব্যবস্থা-বিশেষ এই অর্থে যে এর মধ্যে সবার স্থানই জন্মসূত্রে নির্ধারিত; স্থানীয় গোষ্ঠীসমূহ এক একটি বিন্যাস গঠন করে, এবং তাদের সবাই সাবেক যুগ থেকেই এক একটা পেশার সঙ্গে যুক্ত। গত পঞ্চাশ বছরে একই ঘটনা দেখা গেছে ভারতের বিভিন্ন গ্রামে-গঞ্জে।

উইলিয়ম রো বলেছেন, ১৯৩৬ সালে উত্তর প্রদেশের পূর্বাঞ্চলে অবস্থিত সেনাপুর গ্রামে ননিয়ারা (আগে এর নুন বানাত, এখন টিউবওয়েল বসানো, রাস্তা, পুকুর তৈরী, টালি বা ইট তৈরীর কাজ করে) একসঙ্গে পৈতে ধারণ করলে সেখানকার ক্ষুব্ধ ক্ষত্রিয় জমিদাররা তাদের মেরে ধরে, পৈতে ছিঁড়ে সমগ্র জাতের উপর জরিমানা ধার্য করে দিল। কয়েক বছর পর ননিয়ারা আবার পৈতে নিল, তখন কিন্তু কেউ বিরোধিতা করল না।

...এখানে বলা দরকার, সাবেক যুগে জাত প্রথার এই গতিশীল বৈশিষ্ট্যের দরুন কোন বিশেষ জ্ঞাতগোষ্ঠী বা জাতের একাংশের অবস্থানগত পরিবর্তন হয়েছে, কিন্তু কাঠামোগত কোন পরিবর্তন হয়নি। অর্থাৎ বিশেষ কোনো জাত উপরে উঠেছে বা নীচে নেমেছে, কিন্তু কাঠামো একই রয়ে গেছে।

আদি ও মধ্যযুগের ভারতীয় সমাজের অদ্ভুত ক্ষমতা ছিল। সামাজিকভাবে নীচু বংশোদ্ভবের শাসকদের এই সমাজ 'শুদ্ধ' ও ক্ষত্রিয় মর্যাদা দানে অকুণ্ঠ ছিল। এই বিশিষ্ট গুণের জোরেই ভারতীয় সভ্যতা সুচিরস্থায়ী ঐতিহ্য ও স্থায়িত্ব লাভ করেছে।

যুগ যুগ ধরে বিশেষ বিশেষ বর্ণের ওঠানামার বিষয়টি ছাড়াও বর্ণব্যবস্থার যথাযথ পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, তা মোটামুটি সবার কাছেই মুক্ত ছিল। এটা আরোও বোঝা যায় আদি যুগে অন্যান্য জাতিগোষ্ঠী থেকে ক্ষত্রিয় হওয়া থেকে। যেমন গ্রীক, শক ও পহলব গোষ্ঠী।পানিক্কর বলেইছেন যে ইতিহাসের আদি যুগে ক্ষত্রিয় বলে কিছু ছিল না, খৃ:পূ: পঞ্চম শতাব্দী পর্যন্ত শাসক পরিবারগুলো আসত বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠী থেকে।

বার্টন স্টেইন মধ্যযুগকে সামাজিক সচলতার দৃষ্টান্ত বৈশিষ্ট্যপূর্ণ বলে মন্তব্য করেছেন। তত্ত্ব ও বাস্তবের মধ্যে বৈপরীত্য দেখিয়ে বলেছেন, তত্ত্বগতভাবে শুদ্ধজাতে জন্মের সূত্রে মর্যাদা ঠিক হত, কিন্তু বাস্তবে দেখা গেছে ভারতের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নিম্ন বংশের মানুষই শাসন করে এসেছে। এই সাধারণীকরণ দক্ষিণ ভারতের যোদ্ধাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

-এম. এন. শ্রীনিবাস

আন্তঃ প্রজন্ম সচলতা এবং প্রজন্মগত সচলতা

সচলতা বোঝার জন্য সমাজবিজ্ঞানীরা প্রধানত: দেখতে চান দু'প্রজন্মের মধ্যে কি ধরনের পার্থক্য ঘটছে। বাবার সামাজিক শ্রেণী থেকে সন্তান কি উপরের শ্রেণীতে উঠে যেতে পারছে না

নীচে নামছে। কোন কোন সমাজবিজ্ঞানী আবার দেখতে চান মানুষ তার নিজের জীবনে শ্রেণী পরিবর্তন করতে পারছে কিনা।

তবে সমাজবিজ্ঞানে আন্ত:প্রজন্ম সচলতা গবেষণা কম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এক্ষেত্রে দেখা হয় একজন মানুষের জীবনের দু'টি বিন্দুতে পেশাগত পরিবর্তন কি ঘটছে। একজন অফিসের পিয়ন যদি এ্যাকাউনট্যান্ট হয়ে যায় তবে এটি আন্ত:প্রজন্ম সচলতার উদাহরণ।

সামাজিক সচলতার উপর সমাজবিজ্ঞানীরা দেখতে চেয়েছেন বিভিন্ন সামাজে উলম্ব সচলতার ধরন কেমন। সাধারণভাবে দেখলে শিল্প-ভিত্তিক সমাজগুলোতে সচলতার হার একই রকম। তবে সূক্ষভাবে দেখলে দেখা যায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শ্রমিক শ্রেণী থেকে সবচেয়ে উঁচু পেশাজীবী শ্রেণীতে যাওয়ার হার অন্যান্য দেশ থেকে অনেক বেশি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে উচ্চশিক্ষার ব্যাপক বিস্তার এবং আনুষ্ঠানিক অভিজাত শ্রেণী না থাকার জন্য এই দ্রুত সচলতা সম্ভব হয়।

সামাজিক সচলতার তাৎপর্য

মার্কস্ মনে করতেন সামাজিক শ্রেণীগুলোর মধ্যে যত বেশি মেরুকরণ ঘটবে তত বেশি দ্বন্দ্ব ও বিপ্লবের সম্ভাবনা বেড়ে যাবে। কিন্তু শিল্প-ভিত্তিক সমাজে সামাজিক সচলতা বেড়ে যাওয়ায় শ্রেণীদ্বন্দ্ব কমে গেছে। শিল্প-ভিত্তিক সমাজ মুক্ত সমাজ হওয়ায়, ব্যক্তির পক্ষে শ্রমিক শ্রেণী থেকে উপরে উঠে যাওয়া সম্ভব হচ্ছে। শিক্ষালাভের ব্যাপক সুযোগ মূলত: এক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। তাই সচলতার জন্য শ্রেণীগত আন্দোলন নয়, ব্যক্তিগত উদ্যোগই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে পড়েছে। সামাজিক সচলতা শ্রেণীদ্বন্দ্বের উত্তেজনা হ্রাসের একটি নিরাপদ উপায়। তার কারণ শ্রমিক শ্রেণীর যোগ্য এবং মেধাবী সন্তানরা উপরের শ্রেণীতে উঠে যেতে পারে।

অক্সফোর্ড সচলতা গবেষণা

১৯৭২ সালে বৃটেনের অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের জন গোল্ডথর্প John Goldthorpe এবং তাঁর সহযোগী সমাজবিজ্ঞানীরা সচলতার উপর ১৯৪৯ সালের পরে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা করেন। এই গবেষণায় দেখা হয়েছিল সাতটি সামাজিক শ্রেণীর মধ্যে আন্ত: প্রজন্ম সচলতার রূপ কি। এই গবেষণা থেকে দেখা যায় অদক্ষ বা আধা দক্ষ শ্রমিকের ছেলে-মেয়ে ৭.১ শতাংশ সবচেয়ে উঁচু শ্রেণীতে যেতে পারে। দক্ষ শ্রমিকদের ক্ষেত্রে এই হার প্রায় একই রকম ৭.৮ শতাংশ। তবে সামগ্রিকভাবে বৃটেনে দেখা যায় সচলতার হার বেশ বেশি। নিম্ন সচলতার হারের চাইতে উর্ধ্ব সচলতার হার অনেক বেশি। শ্রমিক শ্রেণীর পক্ষে উর্ধ্ব সচলতা লাভ করার সম্ভাবনা আগের তুলনায় অনেক বেড়ে গিয়েছিল।

শ্রেণী পরিচিতি

১. উঁচু পেশাজীবী, উঁচু প্রশাসক, বড় কারখানার ম্যানেজার এবং বিশাল সম্পত্তির মালিক।
২. নিচু পেশাজীবী, উঁচু যন্ত্রবিদ Technician ছোট প্রশাসক, ছোট ব্যবসার ম্যানেজার, অকায়িক শ্রমজীবীদের তত্ত্বাবধয়ক।
৩. কেরাণী এবং কর্মচারী।
৪. ছোট মালিক এবং স্ব-নিয়োজিত কারিগর।
৫. নিচু যন্ত্রবিদ এবং শ্রমজীবীদের তত্ত্বাবধায়ক।
৬. দক্ষ শ্রমিক।

৭. আধা-দক্ষ এবং অদক্ষ শ্রমিক।

সারাংশ

সামাজিক সচলতা হল সামাজিক স্তরবিন্যাসের বিভিন্ন অবস্থানের মধ্যে ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর চলাচল। এর মধ্যে মানুষ এক শ্রেণী বা স্তর থেকে অন্য শ্রেণী বা স্তরে চলে আসে। সব সমাজেই কম বেশি এটি কাজ করে থাকে। সামাজিক সচলতার এক ধরনের ভাষা হচ্ছে উলম্ব ও আনুভূমিক সচলতা। উলম্ব সচলতার কোন ব্যক্তি নিজের শ্রেণী বা মর্যাদা গোষ্ঠী থেকে উপরের শ্রেণী বা মর্যাদা গোষ্ঠীতে যেমন প্রবেশ করতে পারে তেমনি মর্যাদাগোষ্ঠী থেকে চ্যুত হয়ে নিচের স্তরেও নেমে যেতে পারে। অপরদিকে আনুভূমিক সচলতায় একজন ব্যক্তি একই শ্রেণীর মধ্যে থেকে কেবল পেশা বা জীবন-যাত্রার পরিবর্তন ঘটায়।

সমাজবিজ্ঞানে আন্ত:প্রজন্ম সচলতার গবেষণা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এক্ষেত্রে দেখা হয় পিতা এবং সন্তানের মধ্যে পেশাগত পরিবর্তন ঘটেছে কিনা। সমাজবিজ্ঞানীরা সামাজিক সচলতার ক্ষেত্রে দেখতে চান বিভিন্ন সমাজে উলম্ব সচলতার ধরন কেমন। মার্কস্ মনে করতেন সামাজিক শ্রেণীগুলোর মধ্যে যত বেশি মেরুকরণ ঘটবে তত বেশি দ্বন্দ্ব ও বিপ্লবের সম্ভাবনা বেড়ে যাবে। কিন্তু শিল্পভিত্তিক সমাজে সামাজিক সচলতা বেড়ে যাওয়ায় শ্রেণীদ্বন্দ্ব কমে গেছে। এখানে মুক্ত সমাজ বলে ব্যক্তির পক্ষে শ্রমিক শ্রেণী থেকে উপরে যাওয়া সম্ভব হচ্ছে। এক্ষেত্রে শিক্ষা লাভের ব্যাপক সুযোগ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১. কোন সচলতার মাধ্যমে একজন ব্যক্তি উর্ধ্বগামী সচলতা অর্জন করতে পারে?

ক. আনুভূমিক খ. উলম্ব

গ. আনুভূমিক ও উলম্ব ঘ. উপরের কোনটিই নয়

২. নিচের কোন ধরনের সচলতায় একজন ব্যক্তি একই শ্রেণীর মধ্য থেকে পেশা বা জীবন যাত্রার পরিবর্তন ঘটায়?

ক. উলম্ব খ. আনুভূমিক

গ. আন্তঃ প্রজন্মমূলক ঘ. প্রজন্মগত

৩. বৃটেনে গোল্ডথর্প ও তাঁর সহযোগীরা কত সালে সামাজিক সচলতার উপর গবেষণা করেছিলেন?

ক. ১৯৭২ খ. ১৯৮২

গ. ১৯৮৯ ঘ. ১৯৯২

৪. নিচের কোন উক্তিটি সঠিক?

ক. শিল্প-ভিত্তিক সমাজ মুক্ত সমাজ হওয়ায়, ব্যক্তির পক্ষে শ্রমিক শ্রেণী থেকে উপরে উঠে যাওয়া সম্ভব হচ্ছে

খ. শিল্প-ভিত্তিক সমাজে সামাজিক সচলতা বেড়ে যাওয়ায় শ্রেণী দ্বন্দ্ব বেড়ে গেছে

গ. ক ও খ উভয়ই

ঘ. উপরের কোনটিই নয়

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. আন্তঃ প্রজন্ম ও প্রজন্মগত সচলতা বলতে কি বোঝেন ?

২. উলম্ব ও আনুভুমিক সচলতা কি ?

রচনামূলক প্রশ্ন

১. সামাজিক সচলতা কি? সামাজিক সচলতার রূপগুলো বিশ্লেষণ করুন।

২. সামাজিক সচলতার তাৎপর্য ব্যাখ্যা করুন।

পাঠ-৪

সামাজিক নিয়ন্ত্রণ
Social Control

উদ্দেশ্য

এই পাঠটি পড়ে আপনি জানতে পারবেন:

- *সামাজিক নিয়ন্ত্রণের সংজ্ঞা*
- *সামাজিক নিয়ন্ত্রণের গুরুত্ব*
- *সামাজিক নিয়ন্ত্রণের বাহন*

ভূমিকা

প্রত্যেক সমাজ এবং গোষ্ঠীর একগুচ্ছ বিশেষ আদর্শ বা শ্রেয়োবোধ বা Norms থাকে যা ঐ সমাজ বা গোষ্ঠীর সদস্যদের সঠিক আচরণ নির্ধারিত করে দেয়। সবার কাছে গ্রহণযোগ্য শ্রেয়োবোধ ছাড়া সমাজ জীবন সম্ভব নয়।এই সকল আদর্শ ও মূল্যবোধ মানুষ সামাজিকীকরণের মাধ্যমে শেখে। তবে সকল আদর্শগুলোকে সবাই মেনে চলবে তা নয়। ফলে বিভিন্ন সামাজিক আদর্শ ও মূল্যবোধ যা মানুষ সামাজিকীকরণের মাধ্যমে শিখে থাকে তা মেনে চলা নিশ্চিত করার জন্য যেসব পন্থা-পদ্ধতির ব্যবহার করা হয় তাই সামাজিক নিয়ন্ত্রণের মূল বিষয়। সামাজিক নিয়ন্ত্রণ ভিন্ন সমাজ টিকে থাকতে পারে না। সমাজে সংহতি রক্ষা ও উন্নতির জন্য সামাজিক নিয়ন্ত্রণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আর এটি অর্জন করা হয় যে পন্থায় তাকে বলা হয় অনুমোদন Sanction। হ্যাঁ-ধর্মী অনুমোদন পুরস্কার এবং না-ধর্মী অনুমোদন শাস্তির মাধ্যমে সমাজ বা গোষ্ঠীর মানুষদের বিদ্যমান নিয়ম, মূল্যবোধ এবং শ্রেয়োবোধকে মেনে চলতে এবং বিপথগামীতা রোধ করতে চেষ্টা করে। তবে স্মরণ রাখা প্রয়োজন কোন সমাজ বা গোষ্ঠী সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ অর্জন করতে পারে না।

সংজ্ঞা

সমাজবিজ্ঞানী রবার্টস Roberts বলেন সমাজ নিয়ন্ত্রণ বলতে বুঝায়: "কোন সমাজে ব্যক্তির আচরণ নিয়ন্ত্রণের জন্য কিছু পদ্ধতি ও কলাকৌশল।"

কেন ব্রাউনের ভাষায় সমাজ নিয়ন্ত্রণ বলতে বুঝায়, *"The process of persuading or forcing individuals to conform to values and norms." [Ken Brown. 1998]*

"এমন একটি প্রক্রিয়া যা ব্যক্তিকে মূল্যবোধ এবং শ্রেয়োবোধকে অনুসরণ করতে প্ররোচিত বা বাধ্য করে।"

গুরুত্ব

পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন যে সামাজিক নিয়ন্ত্রণ সমাজকে সংহত রাখে। সামাজিক নিয়ন্ত্রণ ভেঙ্গে পড়লে সমাজও ভেঙ্গে পড়ে। সমাজে সৃষ্ট হয় বিশৃঙ্খলা ও নৈরাজ্য। ঢাকার মত একটি অতিকায় নগরের যানজটের একটি সাধারণ উদাহরণ থেকে সামাজিক নিয়ন্ত্রণের গুরুত্ব আমরা বুঝতে পারি। ট্রাফিক পুলিশ না থাকলে বা ট্রাফিক সিগন্যাল না মেনে সবাই আগে যাওয়ার চেষ্টা করলে যানজট সৃষ্টি হয়। ফলে সবাই রাস্তায় আটকে যায়, সবাই ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এমনকি অনেক ক্ষেত্রে বিবাদ সৃষ্টি হয়, দুর্ঘটনা ঘটে। এর বিপরীতে ট্রাফিক নিয়ম মেনে চললে সবার যাত্রা হয় সুগম এবং সবাই যথাসময়ে গন্তব্যস্থলে পৌঁছাতে পারে।

সমাজ নিয়ন্ত্রণের বাহন

সামাজিক নিয়ন্ত্রণের দু'টি রূপ রয়েছে– আনুষ্ঠানিক Formal এবং অনানুষ্ঠানিক Informal। আনুষ্ঠানিক সমাজ নিয়ন্ত্রণে সমাজ বা গোষ্ঠীর প্রতিষ্ঠান বা কর্তৃত্ববান ব্যক্তি নিয়ন্ত্রণ আরোপ করেন।

আনুষ্ঠানিক সমাজ নিয়ন্ত্রণ Formal Social Control

আনুষ্ঠানিক সমাজ নিয়ন্ত্রণ বলতে বুঝায় এমন এক সমাজ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা যেখানে সামাজিক নিয়ন্ত্রণের কাজটি সম্পাদিত হয় কতিপয় প্রাতিষ্ঠানিক এজেন্সির মাধ্যমে যার দ্বারা সমাজের কোন বিশেষ বা আইনের প্রতি আনুগত্য নিশ্চিত করা হয়। আনুষ্ঠানিক সমাজ নিয়ন্ত্রণের প্রধান বাহনগুলো হচ্ছে পুলিশ, আদালত, কারাগার এবং বিশেষ ক্ষেত্রে সামরিক বাহিনী। সমাজবিজ্ঞান বিশেষভাবে গুরুত্ব আরোপ করে আনুষ্ঠানিক সামাজিক নিয়ন্ত্রণের উপর।

অনানুষ্ঠানিক সমাজ নিয়ন্ত্রণ Informal Social Control

নিচের বিভিন্ন এজেন্সিগুলোর মাধ্যমে অনানুষ্ঠানিকভাবে সমাজ নিয়ন্ত্রণ করা হয়ে থাকে। এর অর্থ হল এই এজেন্সি বা মাধ্যমগুলোর মুখ্য উদ্দেশ্য সমাজ নিয়ন্ত্রণ নয়, কিন্তু সমাজ নিয়ন্ত্রণে গুরুত্বপুর্ণ ও কার্যকর ভূমিকা পালন।

পরিবার

পরিবারই হল প্রাথমিক সামাজিকীকরণের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বাহন। শিশুরা সমাজের প্রাথমিক শ্রেয়োবোধ ও মূল্যবোধ সম্পর্কে প্রথম জ্ঞান পরিবারেই লাভ করে। পরিবার নানা রকম সূক্ষ্ম জটিল প্রক্রিয়ায় শিশুদের পুরস্কার প্রদান করে অথবা শাস্তি দেয়। মায়ের আদর ও তিরস্কার শিশুর জন্য ভবিষ্যতের আচরণের অন্যতম নিয়ন্ত্রক হয়ে পড়ে এবং এমন অজস্র শাস্তি ও পুরস্কারের ভিতর দিয়ে শিশু পরিবারের মূল্যবোধকে আত্মস্থ করে। পরিবারের মধ্য দিয়ে সমাজের কোন আচরণটি সঠিক এবং কোনটি ভুল, কোনটি ভাল এবং কোনটি মন্দ তা শিশুরা শিখে নেয়। কোন কোন ক্ষেত্রে শিশুরা অবাধ্য হলে তাদের উপর দৈহিক অত্যাচারও করা হয়। আধুনিক পরিবারে অবশ্য শিশুকে শাস্তি দেয়ার প্রবণতা খুব কমে এসেছে।

বিদ্যালয়

বিদ্যালয় পড়াশুনার বাইরেও শিশু-কিশোরদের নিয়ম-শৃঙ্খলা, সময়বোধ, কাঙ্ক্ষিত আচরণ থেকে পোষাক-পরিচ্ছদ প্রভৃতি সম্পর্কে শিক্ষাদান করে শিশুদের ভবিষ্যতের সামাজিক মানুষ হিসাবে গড়ে তোলে। বিদ্যালয়ে শিশু প্রথম অনুভব করে প্রতিযোগিতার স্বাদ যা তাকে তৈরি করে দেয় বাজারভিত্তিক সমাজের প্রতিযোগিতার জন্য। সমাজের অসমতাকে শিশু-কিশোর গ্রহণ করতে শেখে বিদ্যালয়ের পরিসরেই। বিদ্যালয় শুধু জ্ঞান বিতরণ করেনা, সমাজের ক্ষমতা ও সুবিধার অসম বিন্যাসকে সহনীয় করে তুলতেও সাহায্য করে। বিদ্যালয়ের নানা কর্মকান্ড তাই তীব্র প্রতিযোগিতামূলক, বাধ্যতা অপরিহার্য এবং শৃঙ্খলা অলংঘনীয়।

সমবয়সী গোষ্ঠী

সমাজ নিয়ন্ত্রণে সমবয়সী গোষ্ঠী কম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে না। সমবয়সীদের কাছ থেকে প্রত্যাখ্যাত হবার ভয় এবং ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ-এর ভয় ব্যক্তির আচরণের উপর গভীর প্রভাব বিস্তার করে। যে কোন কিশোর-কিশোরী তার সমবয়সীদের সহচার্য কামনা করে এবং তাদের কাছে গ্রহণযোগ্য হতে চায়। তাদের গল্প-গুজব, হাসি-ঠাট্টা, ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ নেহাত সময় কাটানো যা বিনোদন নয়, এসবের ভিতর দিয়ে সামাজিক নিয়ন্ত্রণ ঘটে থাকে। সমবয়সীদের চাপ ও বৃহত্তর সমাজের শ্রেয়োবোধের অনুসরণ করাকে শক্তিশালী করে। তবে মনে রাখা প্রয়োজন সমবয়সী গোষ্ঠী বিপথগামীতায়ও সহায়তা করে এবং বিষয়টি যুবকদের মধ্যে বেশি পরিলক্ষিত হয়। তবে সমবয়সী সদস্যদের মধ্যে গঠনমূলক আলোচনা ও সমালোচনা ব্যক্তির আচরণ নিয়ন্ত্রণ করে সমাজ নিয়ন্ত্রণে সহায়তা করে।

গণমাধ্যম

বিভিন্ন প্রকার গণমাধ্যমগুলো সমাজ নিয়ন্ত্রণে কার্যকর ভূমিকা পালন করে থাকে। এই গণমাধ্যম বিবিধ তথ্য ও ধারণার উৎস হওয়ায় ব্যক্তির মতামত, মনোভাব, আচরণকে প্রভাবিত করে থাকে। বিভিন্ন প্রকার গণমাধ্যম যেমন- রেডিও, টিভি, সংবাদপত্র ও সিনেমা অন্যায় এবং অপরাধের বিরুদ্ধে প্রচারণা, গঠনমূলক আলোচনা এবং দৃশ্যের সাহায্যে জনমত সৃষ্টি করে এবং জনগণের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি করে। গণমাধ্যম সন্ত্রাসীদের এবং সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে বা এর ফলাফল সম্পর্কে বিভিন্ন প্রকার প্রচারণা চালিয়ে আইন রক্ষায় সাহায্য করে থাকে। এটি স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে গণমাধ্যম যে সব সময়ে এ ভূমিকা পালন করে থাকে তা নয়। অশ্লীল ছায়াছবি বরং সামাজিক নিয়ন্ত্রণ ভেঙ্গে ফেলতে সহায়ক হয়। তবু অধিকাংশ গণমাধ্যম সমাজ নিয়ন্ত্রণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।

ধর্ম

সব ধর্মে অপরাধে লিপ্ত না হবার জন্য বিশেষ নির্দেশ থাকে। এক্ষেত্রে ইসলামের ভূমিকা অত্যন্ত স্পষ্ট।প্রত্যেক ধর্মে নৈতিকতার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। ধর্ম বিশ্বাস মানুষের মধ্যে নৈতিকতার সৃষ্টি করে। পরম সত্ত্বায় বিশ্বাস এবং তার প্রতি ভালবাসা এবং পরকালে আত্মার কল্যাণের জন্য মানুষ অনেক সময় অপরাধ থেকে বিরত থাকে। কেননা পুলিশের চোখকে ফাঁকি দেওয়া যায়, কিন্তু বিধাতার চোখকে ফাঁকি দেওয়া যায় না। বাংলাদেশের সমাজ

জীবনে ধর্ম খুবই গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে এবং একই সাথে তা অপরাধকে নিরুৎসাহিত করে।

সমাজ

বাংলাদেশের গ্রামে 'সমাজ' শব্দটি একটি ভিন্ন অর্থ বহন করে। নৃবিজ্ঞানী পিটার বার্ট্রোসির মতে গ্রামের সর্বজনীন কাজগুলো যৌথভাবে পরিচালনার জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ অপ্রাতিষ্ঠানিক সংঘ হচ্ছে 'সমাজ'। গ্রামের সামাজিক অনুষ্ঠান ও মসজিদ বা ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান পরিচালনা এবং বিরোধ মীমাংসায় 'সমাজ' যথেষ্ট অবদান রাখে। তবে এর ব্যাপকতম ভূমিকা হচ্ছে সামাজিক নিয়ন্ত্রণ। সমাজের মাধ্যমে গ্রাম বা পাড়ার বয়স্ক এবং নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি স্থানীয় জীবনধারার উপর প্রভাব সৃষ্টি করে থাকেন এবং বিরাজমান মূল্যবোধকে টিকিয়ে রাখেন।

আচার Rituals

ধর্মীয় এবং সামাজিক আচার এবং অনুষ্ঠান সামাজিক নিয়ন্ত্রণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। নৃবিজ্ঞানী ক্লিফোর্ড গ্রীয়ারটজ্ দেখিয়েছেন ইন্দোনেশিয়ার জাভা অঞ্চলে মিলাদ কিভাবে প্রতিবেশীদের মধ্যে আত্মিক এবং সামাজিক বন্ধন সৃষ্টি করে। আমাদের দেশেও মিলাদ একই ভূমিকা পালন করে। সামাজিক বন্ধন একটি গোষ্ঠীর মধ্যে যত দৃঢ় হয় তত বেশি বিচ্যুতির সম্ভাবনা কমে যায়।

সারাংশ

সমাজ বা গোষ্ঠীবদ্ধ জীবন তখনই সম্ভব যখন সমাজের বৃহত্তর নিয়মের শাসনে তার সদস্যরা পরিচালিত হয়। সমাজের মূল্যবোধ, শ্রেয়োবোধ, রীতি-নীতি নিয়ম এবং কিছু বিশেষ প্রতিষ্ঠান ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর উপর যে নিয়ন্ত্রণ আরোপ করে তাই হচ্ছে সামাজিক নিয়ন্ত্রণ। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে বিরাজমান নিয়মের ছককে যেন কেউ লঙ্ঘন না করে।

মানুষের সাথে মানুষের সহযোগিতা এবং সহমর্মীতায় সমাজ সংহত হয়। মানবিক মূল্যবোধ এবং সামাজিক মূলধন শক্তিশালী হয়। সুনিয়ন্ত্রিত সমাজ উন্নয়নের পথকে সুগম করে। নিয়ন্ত্রণের অভাবে সমাজে সৃষ্টি হয় নৈরাজ্য।

সামাজিক নিয়ন্ত্রণ দু'ধরনের– আনুষ্ঠানিক এবং অনানুষ্ঠানিক। আনুষ্ঠানিক বাহনগুলো হচ্ছে পুলিশ, আদালত ও কারাগার। সমাজবিজ্ঞান বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে অনানুষ্ঠানিক বাহনগুলোর উপর যার মধ্যে রয়েছে পরিবার, বিদ্যালয়, সমবয়সী গোষ্ঠী, গণমাধ্যম, সমাজ এবং আচার-অনুষ্ঠান। এসব বাহনগুলোর মাধ্যমে জটিল এবং সূক্ষ্ম প্রক্রিয়ায় আমরা সমাজের সাথে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত থাকি।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১. সমাজে মানুষ আদর্শ ও মূল্যবোধ কিসের মাধ্যমে শিখে থাকে?

ক. সামাজিক পরিবর্তন খ. সামাজিকীকরণ

গ. সামাজিক প্রক্রিয়া ঘ. সামাজিক শিক্ষণ ও নিয়ন্ত্রন

২. সমাজবিজ্ঞানী রবার্টসের মতে সমাজ নিয়ন্ত্রণ বলতে বুঝায়– কোন সমাজে ব্যক্তির আচরণ নিয়ন্ত্রণের জন্যে-----।

ক. কতগুলো পদ্ধতি খ. কতগুলো কলাকৌশল

গ. কতগুলো পদ্ধতি ও কলাকৌশল ঘ. কতগুলো নির্দেশনা

৩. সমাজ নিয়ন্ত্রণের রূপ কয়টি?

ক. ৫টি খ. ৪টি

গ. ৩টি ঘ. ২টি

৪. 'আদালত' কোন ধরনের সামাজিক নিয়ন্ত্রণ?

ক. আনুষ্ঠানিক খ. অনানুষ্ঠানিক

গ. উভয়ই ঘ. কোনটিই নয়

৫. অনানুষ্ঠানিক সমাজ নিয়ন্ত্রণে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বাহন কোনটি?

ক. গণমাধ্যম খ. সমবয়সী গোষ্ঠী

গ. বিদ্যালয় ঘ. পরিবার

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. সামাজিক নিয়ন্ত্রণ কি ?

২. আনুষ্ঠানিক সামাজিক নিয়ন্ত্রন বলতে কি বোঝেন? এক্ষেত্রে প্রধান বাহনগুলো কি?

রচনামূলক প্রশ্ন

১. সামাজিক নিয়ন্ত্রণের বাহণগুলো কি? আলোচনা করুন।

২. সামাজিক নিয়ন্ত্রণ বলতে কি বোঝেন? সামাজিক নিয়ন্ত্রণের গুরুত্ব এবং যে কোন তিনটি বাহন আলোচনা করুন।

পাঠ-৫

বিচ্যুতি : সংজ্ঞা ও বিচ্যুতির তত্ত্ব
Deviance: Definition & Theories of Deviance.

উদ্দেশ্য

এই পাঠটি পড়ে আপনি জানতে পারবেন:

- *বিচ্যুতি কি*
- *বিচ্যুতির সংজ্ঞা*
- *বিচ্যুতির বিভিন্ন তত্ত্ব: শ্রেয়োহীনতা, পৃথকীকৃত অনুষঙ্গ ও লেবেলিং*

ভূমিকা

মানুষ সামাজিক জীব। সমাজবদ্ধ জীবন যাপনের প্রয়োজনে একজন নারী বা পুরুষ সমাজের আদর্শ, মূল্যবোধ, রীতি-নীতি মেনে চলে। ব্যক্তির কাছে এটাই সমাজের প্রত্যাশা। তবু সমাজের মধ্যেই আবার লক্ষ্য করা যায় এর লঙ্ঘন। সমাজ বা গোষ্ঠীর জন্য কাঙ্ক্ষিত নয় এমন আচরণও নিয়মিতভাবে ঘটে থাকে। একেই সমাজবিজ্ঞানীরা আখ্যা দিয়েছেন সামাজিক বিচ্যুতি হিসাবে ।

সংজ্ঞা

কলিন্স ডিকশোনারী অফ সোসিওলজিতে সামাজিক বিচ্যুতিকে বলা হয়েছে “কোন সমাজ বা সামাজিক পটভূমিতে ‘স্বাভাবিক' বা গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত এমন কিছু থেকে ভিন্নতর কোন সামাজিক আচরণকে।”

"Any social behaviour which departs from that regarded as 'normal' or socially acceptable within a society or social context." (Collins Dictionary of Sociology, 1995)

সরলভাবে বলা যায় সামাজিক বিচ্যুতি হচ্ছে সমাজের শ্রেয়োবোধ লঙ্ঘন। স্থান, কাল, গোষ্ঠী, সমাজভেদে সামাজিক মূল্যবোধ এবং শ্রেয়োবোধ ভিন্ন হয় বলে বিচ্যুত আচরণের রূপও হয় ভিন্ন।

পশ্চিমে ছেলে-মেয়েরা বাবা বা মায়ের নাম ধরে ডাকে। এটি আমাদের দেশে কল্পনা করা যায় না। আমাদের দেশে এটি বিচ্যুতি। দেশ-কাল ভেদে বিচ্যুতি যেমন ভিন্ন ভিন্ন তেমনি একই সমাজে একই সময়ে বিচ্যুতির নানা রূপ দেখতে পাওয়া যায়। ধর্মবিশ্বাস থেকে বিচ্যুত

সমাজের সাধারণ আচরণ ভঙ্গ করলে তা পাগলামি বা মানসিক ব্যাধি হিসাবে বিবেচিত হতে পারে।

বিচ্যুতির তত্ত্ব নানা ধরনের। বিচ্যুতিকে ব্যাখ্যা করা হয়েছে জীববিজ্ঞানের গবেষণা এবং মনোবিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে। সাম্প্রতিককালে বিচ্যুতির জৈবিক তত্ত্ব কিছুটা গুরুত্ব পেলেও এর যথার্থতা নিয়ে যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে। মনোবিজ্ঞানের তত্ত্বগুলো এখনও অপরিণত। বিচ্যুতিকে বোঝার জন্য তাই সমাজবিজ্ঞানের তত্ত্বই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।

বিচ্যুতির তত্ত্ব

শ্রেয়োহীনতা Anomie

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অপরাধের হার খুব বেশি কেন প্রশ্নটির জবাব খুঁজতে যেয়ে সমাজবিজ্ঞানী রবার্ট মার্টন এই তত্ত্ব নির্মাণ করেন। তিনি লক্ষ্য করলেন মার্কিন সমাজে সংস্কৃতি এবং সামাজিক কাঠামোর মধ্যে বৈপরিত্য ও দ্বন্দ্ব রয়েছে। সংস্কৃতি জোর দেয় সাফল্য অর্জনের জন্য। কিন্তু বাস্তবে সামাজিক কাঠামোর পরিসরে সে ধরনের সাফল্য অর্জনের সুযোগ থাকে সীমাবদ্ধ।

মার্কিন সমাজে মনে করা হয় যে কেউ উদ্যমী ও পরিশ্রমী হলে সম্পদ এবং সাফল্যের শিখরে উঠে যেতে পারে। কিন্তু বাস্তবে সমাজের উঁচু স্থানগুলো খুবই সীমিত। টেলিভিশনের পর্দায় কোটিপতি হওয়া যেমন সহজ বাস্তবে তেমনটি নয়। ফলে অনেকেই সমাজের অনুমোদিত নিয়মের বাইরে বিচ্যুতিমূলক পন্থায় সাফল্য অনুসন্ধান করে। মার্টনের মতে এর চারটি রূপ রয়েছে।এগুলো হল- উদ্ভাবনা, আচার-সর্বস্বতা, পলায়ন, ও বিদ্রোহ।

উদ্ভাবনা Innovation

এক্ষেত্রে মানুষ সমাজের স্বীকৃত লক্ষ্যকে গ্রহণ করে নতুনতর বিচ্যুতিমূলক উপায়ে সাফল্য অর্জন করার চেষ্টা করে। পেশাদার অপরাধীরা অপরাধের নতুন নতুন কৌশল খুঁজে বের করে। ছাত্র-ছাত্রীদের নকল করার বিষয়টিও এর একটি উদাহরণ।

আচার-সর্বস্বতা Ritualism

এ ধরনের আচরণ তখনই ঘটে যখন কেউ কোন কাজের মূল লক্ষ্যকে বিসর্জন দিয়ে উপায়কেই সবকিছু ভেবে বসে। আমলাতন্ত্রের মধ্যে এ ধরনের ব্যাপার লক্ষ্য করা যায়। জনগণের সেবার লক্ষ্যের বদলে তারা উপায় বা পদ্ধতিগত প্রক্রিয়া বা ফাইলের উপর অনেক সময় জোর দিয়ে থাকে। মানুষ কষ্ট পায়, কিন্তু নিয়ম বহাল থাকে। এটিও এক ধরনের বিচ্যুতিমূলক আচরণ।

পলায়ন Retreatism

পলায়নী আচরণ সৃষ্টি হয় যখন ব্যক্তি সমাজের স্বীকৃত লক্ষ্য এবং লক্ষ্য অর্জনের পথ দু'টিকেই ত্যাগ করে। এর প্রধান উদাহরণ হচ্ছে নেশাখোর এবং কখনও ভবঘুরে।

বিদ্রোহ Rebellion

বিদ্রোহ হচ্ছে এমন একটি অবস্থা যখন ব্যক্তি বা গোষ্ঠী সমাজের স্বীকৃত লক্ষ্য ও উপায় দু'টিকে বদলে নতুন লক্ষ্য ও উপায় সৃষ্টি করে। বিপ্লবে তাই সমাজব্যবস্থাকে ঢেলে সাজানোর আহ্বান থাকে যা বিরাজমান সমাজ ব্যবস্থার নিরিখে বিচ্যূতি।

পৃথকীকৃত অনুষঙ্গ তত্ত্ব Differential Association Theory

এডউইন, এইচ. সাদারল্যান্ড ১৯৩৯ সালে বিচ্যূতির একটি গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্ব তুলে ধরেন যা পৃথকীকৃত অনুষঙ্গ differential association নামে পরিচিত। মানুষ বিচ্যূত পরিবেশে বড় হয়ে উঠলে, বিচ্যূত মানুষদের সাথে বেশি মেলামেশা করলে তাদের মধ্যে অপরাধের প্রেষণা ও ভাবনা সৃষ্টি হতে পারে এবং তারা অপরাধের কৌশলগুলো আয়ত্ত করে ফেলতে পারে। অপরাধ শিক্ষণের ফলজাত। একই পরিবেশে বাস করে কেউ কেউ অপরাধীদের সঙ্গ বেছে নেয় এবং অপরাধের শিক্ষা লাভ করে। যারা বিচ্যূত নয় এমন মানুষদের সঙ্গ বেছে নেয়, তারা কদাচিৎ অপরাধী হয়।

লেবেলিং তত্ত্ব Labelling Theory

বিচ্যূতি বা অপরাধের তত্ত্ব নির্মাণের ক্ষেত্রে একটি নতুন দিগন্ত উন্মোচন করে ষাটের দশকের লেবেলিং তত্ত্ব। এই তত্ত্বের সারমর্ম হচ্ছে বিচ্যূতি বা অপরাধ একটি সামাজিক প্রক্রিয়া এবং এই প্রক্রিয়ার ভিতর দিয়ে কিছু কিছু কাজ বা আচরণ বিচ্যূত বা অপরাধমূলক হিসাবে চিহ্নিত হয়। সমাজের শক্তিশালী গোষ্ঠী বা শ্রেণীর স্বার্থে কিছু কিছু মানুষকে বিচ্যূত বা অপরাধী হিসাবে অভিহিত করা হয়। এর একটি সরল উদাহরণ হচ্ছে খুব তুচ্ছ অপরাধের জন্য কোন লোক গ্রেফতার হলে অনেক ক্ষেত্রে সে এমনভাবে অপরাধী হিসাবে চিহ্নিত হয়ে পড়ে যে তার পক্ষে স্বাভাবিক জীবন যাপন করা সম্ভব হয় না। তাকে বাধ্য হয়ে তলিয়ে যেতে হয় অপরাধের জগতে।

সারাংশ

সমাজ বা গোষ্ঠীর কাছে গ্রহণযোগ্য নয় এমন আচরণকে বিচ্যূতি হিসাবে আখ্যায়িত করা হয়ে থাকে। বিচ্যূতির নানা তত্ত্ব রয়েছে– জৈবিক, মনস্তাত্ত্বিক এবং সমাজতাত্ত্বিক। সমাজবিজ্ঞানে জৈবিক ও মনস্তাত্ত্বিক তত্ত্ব আলোচিত হলেও, সঙ্গতভাবেই সমাজবিজ্ঞান দৃষ্টিপাত করে সমাজতাত্ত্বিক তত্ত্বের উপর। এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য তিনটি তত্ত্ব হল- শ্রেয়োহীনতার তত্ত্ব, পৃথকীকৃত অনুষঙ্গ তত্ত্ব এবং লেবেলিং তত্ত্ব।

রবার্ট মার্টনের তত্ত্বে দেখানো হয়েছে বিচ্যূতি সৃষ্টি হয় সংস্কৃতি এবং সামাজিক কাঠামোর বৈপরীত্য বা দ্বন্দ্বের জন্য। সংস্কৃতি যেসব বিষয় অর্জনের উপর গুরুত্ব আরোপ করে কাঠামোগতভাবে সমাজের বিরাজমান নিয়ম অনুসরণ করে তা ব্যক্তির পক্ষে অর্জন করা অসম্ভব বা খুব দুরূহ হয়ে পড়ে। এই দ্বন্দ্বজনিত চাপের পরিপ্রেক্ষিতে ব্যক্তি সাংস্কৃতিক লক্ষ্য বা প্রাতিষ্ঠানিক উপায়কে বদল অথবা ত্যাগ করে। এর ফলে বিচ্যূতি সৃষ্টি হয়। মার্টনের মতে বিচ্যূতির রূপ চারটি– উদ্ভাবনা, আচার-সর্বস্বতা পলায়নী আচরণ ও বিদ্রোহ। বিচ্যূতির পৃথকীকরণ অনুষঙ্গ তত্ত্বে সামাজিক পরিবেশের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয় যার পরিসরে ব্যক্তি বিচ্যূত আচরণ শেখার সুযোগ পায়। এখানে অপরাধ হল

শিক্ষণের ফলজাত। লেবেলিং তত্ত্বে বিচ্যুতি বা অপরাধ একটি সামাজিক প্রক্রিয়া এবং এর ভিতর দিয়ে কিছু কিছু কাজ বা আচরণ বিচ্যুতি বা অপরাধমূলক হিসাবে চিহ্নিত করা হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১. সমাজ বা গোষ্ঠীর কাছে গ্রহণযোগ্য নয় এমন আচরণকে কি বলা হয়?
   ক. বিচ্যুতি খ. অপরাধ
   গ. অপরাধ ও বিচ্যুতি ঘ. কোনটিই নয়

২. মার্টনের তত্ত্বানুযায়ী বিচ্যুতি সৃষ্টি হয় কি কারণে?
   ক. সংস্কৃতির কারণে
   খ. সামাজিক কাঠামোর কারণে
   গ. সংস্কৃতি ও সমাজকাঠামোর সমন্বয়ের কারণে
   ঘ. সংস্কৃতি ও সমাজকাঠামোর দ্বন্দ্বের কারণে

৩. পৃথকীকৃত অনুষঙ্গ তত্ত্বটি কে প্রদান করেন?
   ক. মার্টন খ. সাদারল্যান্ড
   গ. রবার্টসন ঘ. ম্যাকাইভার

৪. বিচ্যুত বা অপরাধের তত্ত্ব নির্মাণে লেবেলিং তত্ত্ব কোন দশকে নতুন দিগন্ত উন্মোচন করে?
   ক. পঞ্চাশের দশকে খ. ষাটের দশকে
   গ. সত্তরের দশকে ঘ. আশির দশকে

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. বিচ্যুতি কি ?
২. লেবেলিং তত্ত্বের মূল বক্তব্য কি ?

রচনামূলক প্রশ্ন

১. বিচ্যুতি বলতে কি বোঝেন? রবার্ট মার্টনের দেওয়া বিচ্যুতির তত্ত্বটি আলোচনা করুন।
২. বিচ্যুতির তত্ত্বগুলো কি? আলোচনা করুন।

পাঠ-৬

অপরাধ : সংজ্ঞা ও অপরাধের ধরন
Crime : Definitions and Types of Crime.

উদ্দেশ্য

এই পাঠটি পড়ে আপনি জানতে পারবেন:

- *অপরাধবিজ্ঞানের ধারণা*
- *অপরাধের সংজ্ঞা*
- *বাংলাদেশে অপরাধের উপাত্ত*
- *অপরাধের ধরন*

ভূমিকা

অপরাধ মানব সমাজের অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য। এমন কোন সমাজ নেই যেখানে অপরাধ বা বিচ্যুতি নেই। অপরাধ যেমন সমাজের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত তেমনি তা সমাজের জন্য হুমকি স্বরূপ। ফলে সমাজবিজ্ঞানের গবেষণা ও তত্ত্ব নির্মাণের একটি প্রধান ক্ষেত্র হচ্ছে অপরাধ। অবশ্য স্মরণ রাখা প্রয়োজন অপরাধ একটি আইনী ধারণা। বিভিন্ন সময়ে এবং বিভিন্ন দেশে আইনের ধারণা ভিন্ন হওয়ায় অপরাধের কোন সর্বজনীন সংজ্ঞা নেই। এককালে যা অপরাধ অন্যকালে তা কাঙ্ক্ষিত কাজ, একদেশে যা রীতি অন্যদেশে তা অপরাধ। ইংরেজদের দৃষ্টিতে যা মিউটিনি বা সিপাহী বিদ্রোহ, আমাদের অনুভবে তা স্বাধীনতার যুদ্ধ। সমাজবিজ্ঞানীরা তাই এই জটিল প্রপঞ্চটিকে অনুধাবনের চেষ্টা করেন বিচ্যুতির বৃহত্তর পরিসরে।

অপরাধবিজ্ঞান জ্ঞানের একটি স্বতন্ত্র শাখা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত। সমাজবিজ্ঞান, অর্থনীতি, ইতিহাস,মনোবিজ্ঞান, নৃবিজ্ঞান, আইন শাস্ত্র এবং এমনকি জীববিজ্ঞানের চিন্তা এবং তত্ত্বকে ব্যবহার করে অপরাধবিজ্ঞান। অন্যদিকে অপরাধতত্ত্ব সমাজবিজ্ঞানের অংশ বা শাখা হিসাবে দীর্ঘকাল বিবেচিত হয়ে আসছে।অপরাধবিজ্ঞান থেকে সমাজবিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণকে আলাদা করার জন্য সমাজবিজ্ঞানীরা এখন ক্রমশ: বিচ্যুতির উপর বেশি গুরুত্ব আরোপ করছেন।

সংজ্ঞা

বিচ্যূতি যেমন সমাজের শ্রেয়োবোধ ভঙ্গকারী আচরণ তেমনি অপরাধ বলতে বুঝায় এমন সব আচরণ যা সমাজের আইন ভঙ্গকে নির্দেশ করে। সমাজবিজ্ঞানী রিচার্ড শেফার এবং রবার্ট ল্যাম এর মতে, "অপরাধ হচ্ছে অপরাধমূলক আইনের লঙ্ঘন যার জন্য কোন সরকারী কর্তৃপক্ষের দ্বারা আনুষ্ঠানিকভাবে শাস্তি প্রদান করা হয়। এটি রাষ্ট্রের শ্রেয়োবোধ থেকে কোন না কোন বিচ্যূতিকে বুঝিয়ে থাকে।"

"Crime is a violation of criminal law for which formal penalties are applied by some governmental authority. It represents some type of deviation from social norms administered by the state". [Richard T. Schaefer and Robert P. Lamm. 1995.]

অপরাধ উপাত্ত

কোন সমাজে অপরাধের সংখ্যা ও তার হ্রাস-বৃদ্ধি জানা খুবই জরুরী। এক্ষেত্রে সরকারী উপাত্ত একেবারেই নির্ভরযোগ্য নয়। কেননা সরকারী উপাত্তে পুলিশের কাছে রেকর্ডকৃত অপরাধ জানা যায়। কিন্তু বৃটেন বা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মত উন্নত দেশেও অনেক অপরাধ সরকারী তথ্যের চেয়ে তিন থেকে পাঁচগুণ বেশি ঘটে। এ ধরনের উপাত্ত অনিয়মিত ও বিভিন্ন সমীক্ষা থেকে পাওয়া যায় বলে এর ভিত্তিতে অপরাধ প্রবণতার হ্রাস-বৃদ্ধি সম্পর্কে কোন সিদ্ধান্তে আসা যায় না। ফলে অপরাধের উপাত্ত যথেষ্ট ত্রুটিযুক্ত।

ছক নং-১ ঃ বাংলাদেশে অপরাধ, ১৯৯৭

(পুলিশের নিকট রেজিস্ট্রিকৃত অপরাধ) **অপরাধের ধরন**	**সংখ্যা**
১. ডাকাতি	৯৩৩
২. লুণ্ঠন, Robbery	১৭৬৫
৩. রাহাজানি	৫৪২৫
৪. চুরি	৮৫১১
৫. খুন	২৭১৯
৬. দাঙ্গা	৪৯৬৭
৭. অন্যান্য	৭৭৮৪১
সমগ্র	১০২১৬১
অপরাধের সূচক (ভিত্তি ১৯৭৪=১০০)	১১৯

উৎস ঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান পকেট বুক, ১৯৯৮।

অপরাধের ধরন

সমাজবিজ্ঞানীরা অপরাধ কিভাবে সংঘটিত হয় এবং একে সমাজ কোন দৃষ্টিতে দেখে তার ভিত্তিতে অপরাধের শ্রেণী বিভাজন করে থাকেন। এক্ষেত্রে অপরাধের শ্রেণীবিভাজন সামগ্রিকভাবে আইনের দ্বারা বিভাজিত শ্রেণীর উপর নির্ভর করতে হয় না। ফলে সমাজবিজ্ঞানীদের অপরাধের শ্রেণীকরণ নিয়ে ভিন্নমত রয়েছে।

অপরাধ আইনের লংঘন বলে স্থান-কাল ভেদে অপরাধের তারতম্য ঘটে। ১৯৬৭ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সুপ্রীম কোর্টের সিদ্ধান্তের আগে অনেক রাজ্যে সাদা-কালো বিয়ে দন্ডনীয় ছিল। আমাদের দেশে কিছু কিছু কাজ যা অপরাধ হিসাবে ধরা হয় তা বৃটেনে অপরাধ নয়। এই বিষয়টি মনে রেখে সমাজবিজ্ঞানীরা অপরাধের বিশেষ কিছু রূপের উপর জোর দিয়ে থাকেন।

ভদ্রবেশী অপরাধ White-Collar Crime

মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে এই ধরনের অপরাধ ঘটে বলে একে ভদ্রবেশী অপরাধ বলে। সাধারণত: সামাজিক অবস্থানের কারণে এ ধরনের অপরাধ ঘটতে পারে। ব্যাংক কর্মচারীদের তহবিল তসরুফ ভদ্রবেশী অপরাধের একটি উদাহরণ।

কিশোর অপরাধ Juvenile Delinquency

অপ্রাপ্ত বয়স্ক বা শিশু ও কিশোরদের দ্বারা সংঘটিত আইন ভঙ্গকারী কাজ হল কিশোর অপরাধ। কিশোর অপরাধকে সমাজবিজ্ঞানে Delinquency বা ভ্রষ্টাচার বলে চিহ্নিত করা হয়। কেননা কিশোর অপরাধীদের লঘু দন্ড প্রদান করা হয়। সাধারণত: তাদের বিশেষ আদালতে আটক রাখার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়ে থাকে। খুন-জখমের মত ভয়াবহ অপরাধ কিশোরদের দ্বারা সংঘটিত হবার ফলে কিশোর অপরাধের গুরুত্ব সাম্প্রতিক কালে বেড়েছে। বেড়েছে এ সম্পর্কিত উদ্বেগ।

দেশে কিশোর অপরাধের সংখ্যা বেড়েই চলেছে। শুধু চুরি নয়, ডাকাতি, রাহাজানি, মাদকাসক্তি, সন্ত্রাস, এমনকি খুনের মতো মারাত্মক ধরনের অপরাধের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ছে কিশোররা। ইদানিং শিশু অপহরণেরও অভিযোগ পাওয়া গেছে কতিপয় কিশোরের বিরুদ্ধে। আগে কেবলমাত্র চুরি, পকেট-মারা, পটকা ছোড়ার কাজে শিশু-কিশোরদের দেখা যেত। এখন এমন কোন অপরাধ নেই যার সঙ্গে কিশোররা জড়িত থাকছে না। এ সংখ্যা উত্তরোত্তর বাড়ছে। শহরের সাথে গ্রামেগঞ্জেও।

পিতা-মাতার অবহেলা, দারিদ্র্য, কুশিক্ষা এর মূল কারণ বলে বিশেষজ্ঞদের অভিমত। উন্নত দেশগুলোতে এর জন্য বন্ধনহীন সামাজিক ব্যবস্থাকে দায়ী করা হয়। বাংলাদেশে গরীব মধ্যবিত্ত ঘরে এ সংখ্যা বাড়ছে। হঠাৎ ধনী হওয়া কিছু সংখ্যক পরিবারেও কিশোর অপরাধীর হার বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ ধরনের পরিবারে কিশোর অপরাধীর হার বৃদ্ধির মূল কারণ মা-বাবার উচ্ছৃঙ্খলতা এবং সন্তানের প্রতি সুষ্ঠু নজরদারি না করা। পাশ্চাত্য শিক্ষাও অন্যতম কারণ। ঢাকা মহানগরীতে অনেক অভিজাত পরিবারেই এ ধরনের কিশোর অপরাধী রয়েছে। মা-বাবার দেখাশোনার অভাবে অনেক কিশোর মাদকাসক্ত হয়ে পড়ছে। নেশার টাকা যোগাতে না পেরে অপরাধের আশ্রয় নিচ্ছে। ছিনতাই-রাহাজানিসহ বিভিন্ন ধরনের অপরাধ করছে। শেষ পর্যন্ত ধরা পড়ছে পুলিশ অথবা আত্মীয়স্বজনের হাতে। চক্ষু লজ্জার ভয়ে অনেক অভিভাবক বাধ্য হয়ে তাঁর সন্তানকে বিদেশে পাঠিয়ে দিচ্ছেন। কেউ কেউ কিশোর সংশোধনী কেন্দ্রে পাঠিয়ে দিচ্ছেন। আবার থানা পুলিশের শরণাপন্ন হচ্ছেন অনেকে। কিন্তু এতেও কিশোর অপরাধীর সংখ্যা কমছে না। বরং বাড়ছে। এর মূল কারণ সচেতনতার অভাব। এক পরিসংখ্যানে জানা গেছে যে, দেশে ১৯৭৮ সাল থেকে গত বছর পর্যন্ত বিভিন্ন আদালতে প্রায় ৬ হাজার কিশোরের বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে। এসব মামলার অধিকাংশ বাদী বিভিন্ন ব্যক্তি। এসব মামলার বেশীর ভাগ দায়ের করা হয় রাজধানী ঢাকায়। টঙ্গীর সংশোধনী প্রতিষ্ঠানে ১৯৯০ সাল থেকে ১৯৯৯ সাল পর্যন্ত দু' হাজারের বেশি কিশোরকে সোপর্দ করা হয়েছে। এসব কিশোরের অধিকাংশই রাজধানীর বাসিন্দা। এদের মধ্যে খুনের মামলা রয়েছে ৪০ জনের বিরুদ্ধে। দেড়শ'রও বেশি অস্ত্র ও

বিস্ফোরক দ্রব্য মামলা এবং প্রায় ৭০টি ডাকাতি মামলা। বর্তমানে এই প্রতিষ্ঠানে প্রায় ২শ' কিশোর অপরাধী রয়েছে।

সূত্র : দৈনিক জনকণ্ঠ, ৩০ আগস্ট, ২০০০

সংঘবদ্ধ অপরাধ Organized Crime

যখন কোন দল সংগঠিতভাবে বা সংঘবদ্ধভাবে অপরাধ করে তখন সেই অপরাধকে বলা হয় সংঘবদ্ধ অপরাধ। চোরাচালান, মাদকদ্রব্যের ব্যবসা, পতিতাবৃত্তির ক্ষেত্রে দলগত প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা যায়।

সহিংস অপরাধ

সহিংস অপরাধ সমাজকে বিপন্ন করে তোলে।সমাজবিজ্ঞানীরা এ ধরনের অপরাধের বিশ্লেষণের উপর গুরুত্ব আরোপ করে থাকেন।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এফ.বি.আই Federal Bureau of Investigation প্রতি বৎসর আট ধরনের অপরাধের উপর প্রতিবেদন প্রকাশ করে থাকে। এর মধ্যে থাকে খুন, ধর্ষণ, ডাকাতি এবং আঘাত। এগুলো হচ্ছে ব্যক্তির বিরুদ্ধে সহিংস অপরাধ। অন্য চারটি অপরাধ হচ্ছে সম্পত্তির বিরুদ্ধে– বাড়িতে প্রবেশ করে চুরি, গাড়ি চুরি এবং অগ্নিসংযোগ।

শিকারহীন অপরাধ Victimless Crimes

এই ধরনের অপরাধ হল এমন কিছু অপরাধ যাতে সরাসরি কোন ব্যক্তি সম্ভবত: অপরাধী ভিন্ন অন্য কেউ ক্ষতিগ্রস্ত হয় না। এই ধরনের অপরাধের মধ্যে পড়ে জুয়া, পতিতাবৃত্তি, নেশা করা ইত্যাদি। নৈতিক অধ:পতনের জন্য এই ধরনের অপরাধ প্রবণতা পাশ্চাত্যে ব্যাপক এবং আমাদের দেশেও বেশ লক্ষণীয়।

পেশাগত অপরাধ Professional Crime

সমাজে কিছু কিছু মানুষ অপরাধকে পেশা হিসাবে গ্রহণ করে অপরাধ সংগঠনে বিশেষ দক্ষতা অর্জন করে। এদের মধ্যে অনেকে সিঁধেল চুরি, ছিনতাই, পকেটমারা প্রভৃতি অপরাধে সিদ্ধহস্ত।

সারাংশ

কোন দেশের আইন লঙ্ঘনকারী কাজকে অপরাধ বলা হয়। ফলে স্থান, কাল এবং পাত্রভেদে কোন কাজ অপরাধ হিসাবে বিবেচিত হবে তা বদলে যেতে পারে। অপরাধ বিশ্লেষণে আরেকটি সমস্যা হচ্ছে নির্ভরযোগ্য উপাত্তের অভাব। অপরাধবিজ্ঞান জ্ঞানের বিভিন্ন শাখার সাহায্য গ্রহণ করে। সমাজবিজ্ঞানে অপরাধকে যে বিস্তৃত পরিসরে বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করা হয় তা হচ্ছে বিচ্যুতি। অপরাধ কেন ঘটে তা বোঝার জন্য বিচ্যুতির

তত্ত্বগুলোর সাহায্য গ্রহণ করতে হয়। দেশ-কাল ভেদে অপরাধের তারতম্য হয় বলে অপরাধের শ্রেণীকরণ করা সহজ নয়। অনেকে মনে করেন এর প্রয়োজনও নেই। সমাজবিজ্ঞানে অপরাধের কয়েকটি বিশেষ ধরনের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়– ভদ্রবেশী অপরাধ, সংঘবদ্ধ অপরাধ, সহিংস অপরাধ এবং শিকারহীন অপরাধ।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১. নিচের কোন ধরনের আচরণকে অপরাধ বলে?
   ক. শ্রেয়োবোধ ভঙ্গকারী আচরণ   খ. সমাজের আইন ভঙ্গকারী আচরণ
   গ. উভয়ই   ঘ. কোনটিই নয়

২. ভদ্রবেশী অপরাধ কোন শ্রেণীর মানুষের মধ্যে ঘটে থাকে?
   ক. উচ্চবিত্ত   খ. মধ্যবিত্ত
   গ. নিম্ন-মধ্যবিত্ত   ঘ. নিম্নবিত্ত

৩. নৈতিক অধ:পতনের জন্য দায়ী কোন ধরনের অপরাধ?
   ক. পেশাগত অপরাধ   খ. সংঘবদ্ধ অপরাধ
   গ. শিকারহীন অপরাধ   ঘ. সহিংস অপরাধ

৪. চোরাচালান, মাদকদ্রব্যের ব্যবসা কোন ধরনের অপরাধের মধ্যে পড়ে?
   ক. সংঘবদ্ধ অপরাধ   খ. সহিংস অপরাধ
   গ. শিকারহীন অপরাধ   ঘ. উপরের সবগুলো

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. অপরাধ কি ?
২. আমাদের দেশে কি কিশোর অপরাধ বাড়ছে? বাড়লে কেন?
৩. অপরাধ ও বিচ্যুতির মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করুন।

রচনামূলক প্রশ্ন

১. অপরাধের সংজ্ঞা দিন। অপরাধের সর্বজনীন সংজ্ঞা দেওয়া সম্ভব নয় কেন?
২. বাংলাদেশে অপরাধের উপাত্ত পাঠ করুন। আপনার অভিজ্ঞতার আলোকে অপরাধের সরকারী উপাত্ত কতটুকু যথার্থ তা মূল্যায়ন করুন।
৩. অপরাধের শ্রেণীকরণ আলোচনা করুন। আমাদের দেশে কোন ধরনের অপরাধ সবচেয়ে গুরুত্বপুর্ণ?

পাঠ-৭

অপরাধ প্রতিরোধ
Prevention of Crime

উদ্দেশ্য

এই পাঠটি পড়ে আপনি জানতে পারবেন:

- *অপরাধ প্রতিরোধে আইন, পুলিশ, আদালত ও কারাগারের ভূমিকা*
- *অপরাধ প্রতিরোধে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উপাদানের ভূমিকা*

ভূমিকা

প্রত্যেক সমাজে অপরাধ দমন ও প্রতিরোধের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। অপরাধ এবং শাস্তি প্রদানের যে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ এবং প্রক্রিয়া সমাজে দেখা যায় তা বেশ জটিল। আধুনিক সমাজে চারটি বিষয় এর সঙ্গে যুক্ত– আইন, পুলিশ, আদালত ও কারাগার বা সংশোধনাগার। কোন সমাজে শাস্তির দর্শন কি, তার সাধারণ নীতিমালা কি এবং শাস্তির প্রয়োগ কিভাবে হবে তা বিধৃত করে আইন। আইনের প্রয়োগ করে পুলিশ, আইনের আলোকে বিচার সম্পাদন করে আদালত। শাস্তির প্রধান ধরন হচ্ছে কারাদন্ড-ব্যক্তিকে সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখা হয় কারাগারের অন্তরালে।

আইন

প্রাকৃতিক আইনের ধারণায় মনে করা হয় অপরাধের প্রতিশোধ অথবা ক্ষতিপূরণ হিসাবে শাস্তি প্রদান করা উচিত। এ ধরনের শাস্তির লক্ষ্য হচ্ছে 'চোখের বদলে চোখ'। আধুনিক অপরাধবিজ্ঞানে শাস্তি হচ্ছে নিবারণমূলক; শাস্তির ভয়ে মানুষ যেন অপরাধ থেকে বিরত থাকে। অপরাধের তুলনায় শাস্তি দেওয়া হয় অনেক কম। অবশ্য এখনও উন্নয়নশীল দেশে অনেক আইন প্রণেতা এবং আইনজ্ঞরা মনে করেন কঠোর শাস্তি নিবারণমূলক। গবেষণা থেকে এ দু'টি মতের পক্ষে বা বিপক্ষে কোন সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় না। অনেক বিশেষজ্ঞ দাবি করেছেন কঠোর শাস্তি অপরাধ প্রবণতা বৃদ্ধি করে। কেননা অপরাধীর পক্ষে আর কখনও স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসা সম্ভব হয় না। অপরাধকে তার পেশা হিসাবে বেছে নিতে নয়। এ দৃষ্টিকোণ থেকে শাস্তির চাইতে অপরাধীর পুনর্বাসন অপরাধ প্রতিরোধে অনেক কার্যকর।

পুলিশ

অপরাধ নিবারণে পুলিশের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। পুলিশ অপরাধ সম্পাদনে বাধা দেয়, সম্ভাব্য অপরাধীকে গ্রেফতার করে এবং অপরাধের প্রমাণ পেলে তাকে বিচারের জন্য আদালতে প্রেরণ করে। পুলিশ সক্রিয়, দক্ষ এবং দুর্নীতিমুক্ত হলে এবং তাদের সংখ্যা ও উপকরণ পর্যাপ্ত থাকলে কোন সমাজে অপরাধ বৃদ্ধি না পাবার সম্ভাবনা বেশি থাকে।

অধিকাংশ উন্নয়নশীল দেশে পুলিশের বেতন কম, তাদের যথাযথ প্রশিক্ষণের অভাব রয়েছে এবং তাদের প্রয়োজনীয় উপকরণ নেই। ফলে তারা অপরাধ প্রতিরোধে কাঙ্ক্ষিত ভূমিকা রাখতে পারে না। এর মূল কারণ হচ্ছে সরকারের পক্ষে পুলিশের জন্য বরাদ্দ খুব বেশি বাড়ানো সম্ভব হয় না। এসব সীমাবদ্ধতা সত্বেও পুলিশের পক্ষে আরও কার্যকর ভূমিকা পালন করা সম্ভব। এক্ষেত্রে অর্থের চাইতে অভাব হচ্ছে কার্যকর গবেষণার এবং গবেষণা ভিত্তিক নীতিমালার। মনে রাখা প্রয়োজন অপরাধ নিবারণের কোন সাধারণ সূত্র বা তত্ত্ব নেই। প্রত্যেক সমাজের বাস্তব অবস্থার আলোকে কার্যকর নীতিমালা তৈরি করা প্রয়োজন। তবে একটি বিষয়ের উপর ইদানিং খুব বেশি গুরুত্ব আরোপ করা হচ্ছে– তা হচ্ছে পুলিশ এবং জনগণের মধ্যে ঘনিষ্ঠতর সম্পর্ক স্থাপন এবং কমিউনিটি পুলিশের ব্যবস্থা।

আদালত

আধুনিক সমাজে অপরাধের বিচার এবং শাস্তির ব্যবস্থা করা হয় আদালতের মাধ্যমে। বিচারের একটি প্রধান রূপ হচ্ছে সরকারী অভিশংসক Prosecutor বা উকিল এবং অভিযুক্ত ব্যক্তির উকিলের মধ্যে সওয়াল জবাব এবং সাক্ষী প্রমাণের ভিত্তিতে নিরপেক্ষ বিচারক অথবা বিচারক এবং জুরিদের সিদ্ধান্ত গ্রহণ। এই সিদ্ধান্ত গ্রহণের মধ্যে থাকে অভিযুক্ত ব্যক্তি অপরাধী কিনা এবং অপরাধী হলে তার শাস্তির মাত্রা নির্ধারণ।পৃথিবীর সব দেশেই বিচার ব্যবস্থার প্রধান সমস্যা হচ্ছে দীর্ঘসূত্রিতা এবং ব্যয়বহুলতা। এর একটি প্রধান সমাধান হচ্ছে দুর্বল মামলা বা ছোটখাট ঘটনায় মামলা না গ্রহণ করা এবং আদালতের বাইরে মামলা নিস্পত্তি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ৫০ থেকে ৮০ শতাংশ অভিযোগ খারিজ করা হয় অথবা অপরাধের জন্য স্বল্প দন্ড প্রদান করা হয়ে থাকে। এর ফলে আদালতের উপর বোঝা কমে যায় এবং গুরুত্বপুর্ণ অপরাধের যথাযথ বিচার হয়।

কারাগার

অপরাধের সবচেয়ে মারাত্মক শাস্তি হচ্ছে মৃত্যুদন্ড। তবে মৃত্যুদন্ড প্রদানের বিরুদ্ধে জনমত গড়ে ওঠায় এই চরম দন্ড ব্যবহারের প্রবণতা কমে আসছে। বর্তমানে ৪৪টির বেশি দেশে মৃত্যুদন্ড রহিত করা হয়েছে এবং অন্যান্য অনেক দেশে মৃত্যুদন্ডাদেশ হ্রাস পাচ্ছে। ফলে অপরাধ প্রতিরোধের প্রধান উপায় হচ্ছে অপরাধীদের কারাগারে বন্দী রাখা। ধরে নেওয়া হয় শাস্তিভোগের পর অপরাধীরা স্বাভাবিক জীবনে ফিরে যাবে এবং তারা আবার অপরাধের সাথে যুক্ত হবে না। কিন্তু অনেক অপরাধী যেমন স্বাভাবিক জীবনে ফিরে যায়, তেমনি অনেকেই আবার গ্রহণ করে তাদের পুরানো পেশা। অনেক বিশেষজ্ঞ মনে করেন কারাগার অপরাধকে বাড়িয়ে দেয়। কারাগারের পরিবেশ অপরাধ প্রবণতাকে শক্তিশালী করে। উন্নয়নশীল দেশের কারাগারের অপ্রতুলতা ও সুযোগ-সুবিধার অভাব খুব বেশি। এই অমানবিক পরিবেশে অপরাধ বেড়ে যাওয়া অস্বাভাবিক নয়।

উন্নত দেশে অপরাধীদের সমস্ত সময় কারাগারে না রেখে কিভাবে পুনর্বাসিত করা যায়, তা নিয়ে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে। কারাগারের সংস্কারের কাজও করা হচ্ছে গুরুত্ব আরোপ করা হচ্ছে কারাবন্দীদের মানবিক অধিকারের উপর।

টোকিওতে এখন মধ্যরাত্রি। নগরকেন্দ্রের রাস্তাগুলো পথচারীতে পরিপূর্ণ, পথগুলো জনাকীর্ণ, রাস্তায় সাইকেলগুলোকে তালাছাড়া অবস্থান রাখা, এমনকি আট বছরের কম বয়সী শিশুরা একা একা সুড়ঙ্গ পথে সাইকেল চালিয়ে যাচ্ছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে আসা কোন পর্যটকের জন্য এটি একটি সাংস্কৃতিক বিস্ময়। বিস্ময়টি বেড়ে যায় যখন পরের দিন সংবাদপত্রে কোন অপরাধের খবর পাওয়া যায় না। .... পৃথিবীর যে কোন নগরীর তুলনায় টোকিওতে খুন, ধর্ষণ, ডাকাতি এবং চুরির হার অনেক কম। জাপানের তুলনায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে খুনের হার আটগুণ, ধর্ষণের হার ৩০ গুণ এবং ডাকাতির হার ২০০ গুণ বেশি। কিন্তু জাপানে তুলনামূলকভাবে মাথাপিছু পুলিশের সংখ্যা কম .... জাপানে অপরাধ এত কম কেন? এর উত্তর সম্ভবত নিহিত রয়েছে পুলিশের প্রতি জনগণের নিরঙ্কুশ বিশ্বাসের মধ্যে। বাইরের পর্যবেক্ষকরা মনে করেন পুলিশের প্রতি মানুষের আস্থার একটি কারণ হচ্ছে বিস্ময়করভাবে শাস্তির ৯৯.৮৩ শতাংশ হার। আরো মনে করা হয় পুলিশের প্রতি জনগণের আস্থা সংস্কৃতিজাত যার উৎপত্তি ১৮৬৮ সালে আধুনিকীকরণ প্রক্রিয়া শুরু হবার ৪০০ বছর আগে। .... বছরের একবার বা দু'বার পুলিশ প্রতিবাড়ি বা ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে হাজির হয়ে বাড়ি অথবা পাড়ার অবস্থার খোঁজ নিয়ে থাকে .... জাপানী জনগণ একে উপদ্রব মনে করেনা, বরঞ্চ মনে করে পুলিশ তাদের মঙ্গলের ব্যাপারে ব্যক্তিগত উৎসাহ দেখাচ্ছে। .... অন্যান্য উপাদানও জাপানের অপরাধের কম হারের জন্য অবদান রাখে। জাপানীদের সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ আইনানুগ আচরণ এবং পুলিশের সাথে সহযোগিতার বিকাশ ঘটাতে সাহায্যে করে। .... সম্প্রদায় অন্যায় কাজকে সব সময় নিন্দা করে এবং সামাজিকভাবে বিচ্যুত কাজকে ক্ষমা করা হয় না। ফলে সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়ার প্রথম পর্যায় থেকে শিশুদের কর্তৃত্বকে মেনে নিতে উৎসাহিত করা হয় এবং আত্ম-শৃংখলার উপর খুব বেশি গুরত্ব আরোপ করা হয়।স্কুলে অল্পবয়সীদের নাগরিকতার সাথে যুক্ত দায়িত্বশীল আচরনের নীতিমালাকে গ্রহণ করতে শেখানো হয়।

উৎস : রিচার্ড টি. শেফার ও রবার্ট পি. ল্যাম

অপরাধ প্রতিরোধে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উপাদানের ভূমিকা

অপরাধ প্রতিরোধে সমাজ ও সংস্কৃতি নিরন্তর সক্রিয়। সামাজিক নিয়ন্ত্রণের যে বাহনগুলোর কথা আগে উল্লেখ করা হয়েছে সেগুলোই মূলত: এ কাজ করে থাকে। পরিবার, খেলার সাথী, সমবয়সী গোষ্ঠী, ধর্ম, গণমাধ্যম প্রভৃতি বিভিন্নভাবে অপরাধ প্রতিরোধে সাহায্য করতে পারে। ফলে অপরাধ প্রতিরোধের জন্য প্রয়োজন সমন্বিত উদ্যোগ।

সারাংশ

প্রত্যেক সমাজে অপরাধ ঘটে এবং প্রতিটি সমাজে অপরাধ দমন ও প্রতিরোধের জন্য রয়েছে শাস্তির ব্যবস্থা। অপরাধের শাস্তি প্রদান করা হয় প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা এবং প্রক্রিয়ার ভিতর দিয়ে। আধুনিক সমাজে চারটি বিষয় এর সাথে যুক্ত– আইন, পুলিশ, আদালত ও কারাগার। কোন অপরাধের জন্য কি শাস্তি হবে তা নির্দেশ করে আইন। প্রাকৃতিক আইনের দর্শনে মনে করা হত অপরাধের জন্য সমতুল্য শাস্তিবিধান করা উচিত। কিন্তু বর্তমানে আইন ব্যবহার করা হয় অপরাধ প্রতিরোধের জন্য। এ লক্ষ্য অর্জন করার জন্য পুলিশের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু উন্নয়নশীল দেশে পুলিশের দক্ষতা কম এবং তা বাড়ানোর জন্য তাদের সুযোগ-সুবিধা, প্রশিক্ষণ ও উপকরণের সরবরাহ বৃদ্ধি প্রয়োজন। সাম্প্রতিককালে জনগণ এবং পুলিশের মধ্যে সুসম্পর্ক গড়ে তোলা এবং কম্যুনিটি পুলিশের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হচ্ছে। গুরুত্ব আরোপ করা হচ্ছে অপরাধীদের পুনর্বাসন এবং কারা-সংস্কারের উপর। অপরাধ প্রতিরোধে সামাজিক নিয়ন্ত্রণের বাহনগুলোও গুরুত্বপূর্ণ। এর তাৎপর্য হচ্ছে অপরাধ প্রতিরোধে সমন্বিত উদ্যোগ প্রয়োজন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১. আধুনিক সমাজে কয়টি বিষয় অপরাধের সাথে যুক্ত?

ক. ৩টি খ. ৫টি

গ. ৪টি ঘ. ২টি

২. আধুনিক অপরাধবিজ্ঞানে শাস্তি নিচের কোনটির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য?

ক. নিবারণমূলক খ. প্রতিশোধমূলক

গ. নিবারণ ও প্রতিশোধমূলক ঘ. প্রতিদানমূলক

৩. অপরাধ প্রতিরোধে পুলিশের কাঙ্ক্ষিত ভূমিকা পালন করতে না পারার মূল কারণ কোনটি?

ক. কার্যকর গবেষণার অভাব খ. গবেষণা ভিত্তিক নীতিমালার অভাব

গ. পুলিশের জন্য বরাদ্দ খুব বেশি নয় ঘ. দুর্নীতিযুক্ততা

৪. আধুনিক সমাজে অপরাধের বিচার এবং শাস্তির ব্যবস্থা করা হয় কিসের মাধ্যমে?

ক. পুলিশের মাধ্যমে খ. আদালতের মাধ্যমে

গ. কারাগারের মাধ্যমে ঘ. অন্যান্য

৫. পৃথিবীর বিভিন্ন দেশেই বিচার ব্যবস্থার প্রধান সমস্যা কোনটি?

ক. দীর্ঘসূত্রিতা খ. ব্যয়বহুলতা

গ. অপরাধের শাস্তি নির্ধারণে সমস্যা ঘ. দীর্ঘসূত্রিতা এবং ব্যয়বহুলতা

৬. অপরাধ প্রতিরোধে সামাজিক নিয়ন্ত্রণের কোন বাহনগুলো জড়িত?

ক. পরিবার খ. খেলার সাথী ও সমবয়সী গোষ্ঠী

গ. ধর্ম ও গণমাধ্যম ঘ. উপরের সবগুলো

৭. কোন দেশের আদালতে ৫০ থেকে ৮০ শতাংশ অভিযোগ খারিজ করা হয়?

ক. জাপান খ. মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র

গ. কানাডা ঘ. বাংলাদেশ

৮. অপরাধের সবচেয়ে মারাত্মক শাস্তি মৃত্যুদন্ড কয়টি দেশে রহিত করা হয়েছে?

ক. ৩৪টি খ. ৪৪টি

গ. ৫৪টি ঘ. ৬৪টি

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. অপরাধ প্রতিরোধে আদালতের ভূমিকা কি ?

২. কঠোর শাস্তি প্রদান কি অপরাধ প্রবণতা বৃদ্ধি করে ?

রচনামূলক প্রশ্ন

১. আধুনিক সমাজে অপরাধ ও শাস্তি প্রদানের প্রাতিষ্ঠানিক রূপগুলো আলোচনা করুন।

২. অপরাধ প্রতিরোধে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উপাদানের ভূমিকা কি?